CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 August 2021 ■ আগরতলা ৯ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২৩ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমবাসার রেশ খোয়াইয়ে, ধৃত ১৪ তৃণমূল কর্মীর জামিন আদালতে

থানায় ঢুকে অভিষেকের চোখ রাঙানি, দেখে নেওয়ার হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই/আগরতলা, ৮ আগস্ট।। তৃণমল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা রীতিমতো খোয়াই থানা এলাকাকে উত্তপ্ত করে তুলেছে রবিবার। রাজ্যে অবস্থানরত দলের কয়েকজন নেতা নেত্রীকে কোভিড বিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগে খোয়াই থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তারই প্রতিবাদ জানাতে থানায় গিয়ে পুলিশকে রীতিমতো চোখ রাঙানি অভিষেকের। উচ্চ বাচ্যের পাশাপাশি দেড় বছর পর দেখে নেয়ার হুমকিও দিলেন পুলিশ আধিকারিকদের। যদিও পরে পুলিশ গ্রেপ্তারকৃত চৌদ্দ জনকে আদালতে সোপর্দ করে এবং পরে আদালত পঞ্চাশ হাজার টাকার বন্ডে জরিমানা মঞ্জুর করেছে।

ত্রিপুরায় এসেই সোজা খোয়াই চলে গেলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর রুদ্ররূপ দেখলেন থানায় বসা পুলিশ কর্তারা। খোয়াই থানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ এবং জয়া দত্তরা টেবিল চাপড়ে পুলিশকে শাসিয়েছেন। তাঁদের সাফ কথা, মামলা প্রত্যাহার করে থানা থেকেই তৃণমূলের কর্মীদের ছেড়ে দিতে হবে।

কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে আজ পুলিশ দেবাংশু-জয়া সহ ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আগরতলায় এসেই অভিষেকের নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতারা খোয়াই ছুটে যান। খোয়াই থানায় গিয়ে তাঁরা পুলিশের কাছে মামলা প্রত্যাহার

শক্তি প্রদর্শন

খোয়াই থানায় ঢুকে পুলিশকে গালিগালাজ ও হুমকি ধমকি দেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা।

এবং তৃণমূল কর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

এদিন অভিষেক থেকে শুরু করে দোলা সেন, কুণাল ঘোষ, জয়া দত্ত প্রত্যেকেই টেবিল চাপড়ে পুলিশকে হুমকি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা পুলিশকে শাসিয়েছেন। থানায় উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, তাঁরা কিছুতেই শান্ত হতে রাজি নন। বরং, তাঁদের হুশিয়ারীতে থানা চত্বর আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। থানায় ঢুকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের আচরণ ত্রিপুরার সংস্কৃতির সাথে মিলছে না বলে দাবি বিজেপির।

ত্রিপুরা কারোর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। খোয়াই থানা থেকে বেরিয়ে সুর এভাবেই চড়ালেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তিনি কলকাতা ফিরে গেছেন। ত্রিপুরায় দলীয় কর্মীদের আক্রান্তের ঘটনায় সকালেই আগরতলায় এসেছিলেন। ১৪ জন তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হওয়ায় তিনি সদলবলে খোয়াই থানায় যান। খোয়াই থানায় সমস্ত রকমের চাপ তৈরী করেও কর্মীদের ব্যর্থ হন তিনি। অবশেষে আদালত থেকে জামিনে তাদের ছাড়া হয়েছে। এদিন তিনি দেবাংশু ভট্টাচার্য, জয়া দত্ত এবং সুদীপ রাহাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। তৃণমূলের দাবি, তাঁরা গুরুতর আহত। উন্নত চিকিতার জন্য তাঁদের কলকাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্ত প্রশ্ন উঠেছে, আজ খোয়াই থানায় জয়া দত্ত-রা যেভাবে পুলিশ আধিকারিকদের শাসিয়েছেন, তাতে তাঁদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিষয়টি কিছুটা সন্দেহ তৈরী করেছে।

আজ সন্ধ্যায় থানা থেকে বেরিয়ে অভিষেক দাবি করেন, ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ভূলুন্ঠিত। বিরোধীদের উপর আইন প্রাযুজ্য হচ্ছে, অথচ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা সমস্ত আইন লঙ্ঘন করে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে আজ ভোরে ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশি দমন-পীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.)।। দেশজুড়ে পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তদের মৃত্যু ও আক্রমণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা। ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (এনএএলএসএ)-এর একটি অনুষ্ঠানে রবিবার তিনি বলেন, সাংবিধানিক ঘোষণা এবং গ্যারান্টি সত্ত্বেও মানবাধিকার হরণ এবং শারীরিক আক্রমণের ঘটনা এখনও থানাগুলিতে সর্বাধিক।

রবিবার ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (এনএএলএসএ)-এর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রামানা। সেখানে তিনি পুলিশি হেফাজতে অভিযুক্তদের মৃত্যু ও তাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগের ঘটনা প্রবাহের দিকে জোর দিয়ে বলেন, পুলিশি হেফাজতে অত্যাচার এবং অন্যান্য পুলিশি দমন-পীড়নের ঘটনা এখনও সমাজে চলছে এবং এই সমস্যা সমাজে বিদ্যমান। তাঁর কথায়, "সাংবিধানিক ঘোষণা এবং গ্যারান্টি সত্ত্বেও, থানায় কার্যকর আইনি প্রতিনিধিত্বের অভাব গ্রেফতার হওয়া বা আটক হওয়া ব্যক্তির জন্য একটি বড় ক্ষতি।"

পুলিশের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, আইনি সহায়তার সাংবিধানিক অধিকার এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পরিষেবার উপলব্ধতা সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি রামানা। আর সেদিকে একটা বড় পদক্ষেপ হতে পারে প্রতিটি থানা ও কারাগারে ডিসপ্লে বোর্ড এবং আউটডোরে হোর্ডিং টাঙিয়ে এই আইন ও নীতি সম্পর্ক মানুষকে সজাগ করা।

একটি লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অ্যাপের উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "আইনি সহায়তা পরিষেবা অ্যাপ, যা আজ উন্মোচন করা হচ্ছে, সমস্ত আইনি পরিষেবা দেওয়া ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে দুই শ্যালকের উপর ছুরি চালাল জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। কৈলাসহরের সোনামুড়া এলাকায় জামাইবাবুর ছুড়ির আঘাতে আক্রান্ত দুই শ্যালক। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার কৈলাসহর পুর পরিষদের সোনামুড়া ১৩ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা দিবাকর মালাকার পেশায় একজন টেইলার। ঐ এলাকায় বিগত প্রায় ১৫ বছর আগে বিয়ে করেন দিবাকর মালাকার।

উনার ছেলে সন্তান না হওয়াতে প্রথম স্ত্রীকে রেখে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উনার একমাত্র শ্যালীকাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দুই স্ত্রী এবং এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে সুখে চলছিল উনার সাংসারিক জীবন। প্রায় এক বছর আগে উনার প্রথম স্ত্রী মারা যান। বিয়ে পাগল দিবাকর বাবু আবারও নতুন করে নতুন রাজকুমারি চান। গত ছয় মাস ধরে বর্তমান স্ত্রীর উপর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। গতকাল রাতে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

স্ত্রী মৃত্যুভয়ে বাড়ির বেড়া টপকে কিছুদূরে উনার কাকার বাড়িতে গিয়ে রাত এগারোটা নাগাদ আশ্রয় নেয়। দিবাকর বাবু ধারালো ছুরি নিয়ে পিছু ধাওয়া করে ওনার কাকার বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং আবারও স্ত্রীর ওপর বেধড়ক মারপিট শুরু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে রুখে দিতে সক্রিয় একটা অংশ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ষড়যন্ত্র করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরার উন্নয়নের গতিকে রুখে দিতে সক্রিয় একটা অংশ, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজ্যে ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু ত্রিপুরার সচেতন নাগরিকগন, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই ভূমিতে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র স্বার্থক হতে দেবেন না।

কিছু দল যারা ত্রিপুরায় সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে তারা উন্নয়নের নিরিখে অনেকাংশেই ত্রিপুরা থেকে পিছিয়ে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি নয়, বরং রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের নিরিখে ত্রিপুরা আজ গোটা দেশে নজির তৈরী করছে।

বিগত দিনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, প্রকৃত সুবিধাপ্রাপকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্ত বর্তমানে কোনো ধরনের রং বিচার না করেই, বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সহায়তা সমস্ত স্তরের সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি নয়, মানব সেবাই আমাদের মূল ধর্ম।

সঠিক 'নিয়ম, নীতি ও নিয়ত' এই তিনটি 'ন'-কে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজনৈতিক রঙয়ের উর্ধে উঠে ঘরে ঘরে রোজগার তৈরির মাধ্যমে আত্মনির্ভর পরিবার তৈরি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন সরকারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি-নিজস্ব।

মানিকভান্ডারে সিপিএম পার্টিঅফিসে অগ্নিকান্ডের জন্য বিজেপিকে দায়ী করলেন গৌতম দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। কমলপুরের মানিকভান্ডার -এ অবস্থিত সি পি আই (এম)দলের কমলপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে গতকাল রাতে দুস্কৃতিকারীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ভবনটি মাখন দত্ত ও নন্দকিশোর নম দাস স্মৃতি ভবন হিসাবে পরিচিত। এই ভবনে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘিরে রাজ্যের শাসকদল ও সি পি আই (এম) দলের পক্ষ থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছে।

রাজ্যের শাসক দল তথা বিজেপির কমলপুর মন্ডল সভাপতি প্রশান্ত সিনহা জানিয়েছেন, এই অফিস দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ ছিল। তাই হয়তোবা শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নি কাণ্ডের ঘটনা হতে পারে? বিজেপির কেউ এতে জড়িত নয়। এটা সি পি আই (এম) এর অপপ্রচার। এদিকে সি পি আই (এম)কমলপুর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ঘটনায় বিজেপি দুর্বৃত্তরাই জড়িত। কারণ, ঘরে পেট্রোলের গন্ধ পাওয়া গেছে। পেছন ও সামনে দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী পুণর্বাসনে সঠিক পরিকল্পানা নেয়া হয়নি, অভিযোগ জীতেন্দ্র চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। মিজোরামের ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে পূণর্বাসনের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবী জানিয়েছেন গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি দাবি করেন, সঠিক পরিকল্পনার ঘাটতি থাকার জন্য কিছুদিন আগে দামছড়ায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

জীতন্দ্রে চৌধুরী জানিয়েছেন, সম্প্রতি দামছড়ায় ব্রু চড়াই সম্প্রদায় এবং স্থায়ী বসবাসকারীদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়েছিল। আর সেদিনের ঘটনায় রাজ্যের বহু স্থায়ী বাসিন্দাকে আসাম গিয়ে শরণার্থী হিসেবে কিছুদিন থাকতে হয়েছে। ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে দামছড়ায় একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে ৪ জুলাই অসহায় পরিবারগুলির সাথে কথা বলেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমন্ত্রণ জানিয়ে সাংবাদিকদের হয়রানি করল তৃণমূল নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। সাংবাদিক সম্মেলনের আমন্ত্রণ জানিয়ে সাংবাদিকদের চরম হয়রানি করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। রবিবার আগরতলায় একটি হোটেলে বিকালে সাংবাদিক সম্মেলনের আমন্ত্রণ জানিয়েছে তৃণমূলের নেতৃত্বরা। সাংবাদিকরা নির্ধারিত সময়ে ওই হোটেলের সামনে গেলে গেইট বন্ধ করে রাখা হয়। তাতে বৃষ্টিতে ভিজেন সাংবাদিকরা। ভেতর থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে হিংসার রাজনীতি বন্ধে সরকারের ব্যবস্থা চাইলেন প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। গত কদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, অবিলম্বে রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা বন্ধ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তিনি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এদিকে, তিপ্রাসাদের ভবিষ্যতের জন্য গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের সমর্থন করে টি এস এফ প্রদ্যুৎ -এর সাথে এক ছাতার নিচে আসলো রবিবার। টি এস এফ নেতা উপেন্দ্র দেববর্মা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথমবারের মত আগরতলা আইসিপি দিয়ে গম রফতানি করা হল বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। প্রথমবারের মত গম রফতানি করা হয়েছে বাংলাদেশে। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে গম রপ্তানি শুরু হয়েছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্য গুলির সাথে ত্রিপুরার ব্রডগেজ রেল লাইনের যোগাযোগ হয়েছে। ফলে বর্তমানে ত্রিপুরায় আগের চেয়ে অনেক কম খরচে পণ্য পরিবহন করা যাচ্ছে। ৬৭ টি ট্রাকে করে মোট ১৩২০ মেট্রিক টন গম পাঠানো হবে বলে জানান আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী। এই গম রফতানি করার মধ্যে দিয়ে আগরতলা চেকপোস্ট-এর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে আগরতলা চেকপোস্টের জিরো পয়েন্টে পতাকা নেড়ে রফতানি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। পরে রফতানির বিষয়ে দেবাশীষ নন্দী জানিয়েছেন দেশের অনান্য রাজ্যের সঙ্গে ব্রড গেজ ট্রেন লাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। ফলে রাজ্যে ট্রেনে করে পণ্য পরিবহন করা যাচ্ছে খুবই স্বল্প মূল্যে। আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশের আমদানি-কারকদের পণ্য পরিবহন করার ব্যয় এবং সময় কমে যাবে এই নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেকদিন ধরে। এই সুবিধা যাতে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি করা যায় তার জন্যে আমদানি এবং রফতানিকারকদের উৎসাহিত করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রফতানিকরার ক্ষেত্রে চারশো বিলিয়ন ডলার টার্গেট রাখার ঘোষণা করেছেন। এর পরেই এই আগরতলা চেকপোস্ট দিয়ে গম রফতানি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▪ বর্ষ-৬৭ ▪ সংখ্যা ২৯০ ▪ ৯ আগস্ট ২০২১ ইং ▪ ২৩ শ্রাবণ ▪ সোমবার ▪ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিশুশ্রম বড় অভিশাপ

করোনার প্রভাবে গোটা দেশেই শিশুশ্রম এর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গোটা দেশেই অভাব-অনটন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অভাব-অনটন এর প্রভাব শিশুদের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে। শিশুরা খাদ্য নিরাপত্তায় ভুগিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং লকডাউন শিশুদের কাছে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুশ্রমের ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে বাঁচিতে হইলে সরকার ও প্রশাসনকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টা ছাড়া শিশুশ্রম বন্ধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের শৈশব কাড়িয়া নিয়াছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে শিশুশিক্ষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। শিশুকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রত্যেক মা বাবা উদ্বিগ্ন হওয়া উঠেন। এটাই স্বাভাবিক প্রকৃতি। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অতি দ্রুত বিদায় না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইবে। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শৈশবের শুরুটা অর্থাৎ জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়টাই যে একটি শিশুর বৃদ্ধি ও শিক্ষার গতিপথ ঠিক করিয়া দেয় সেকথা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে। নিউরোবায়োলজি এবং কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী মস্তিষ্কের ৯৭ বিকাশ ঘটে জীবনের প্রথম ছ বছরের মধ্যে। জীবনের প্রথম কয়েক বছরে যে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, সামাজিক দক্ষতা এবং কগনিটিভ-লিঙ্গুইস্টিক ক্ষমতাগুলো প্রকাশ পায়, সেগুলোই স্কুলে এবং পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সফল হওয়ার পূর্বশর্ত। ইউনিসেফ বলিয়াছে 'শুরুর দিকের জরুরি বছরগুলোতে শিশুদের প্রয়োজন সংবেদনশীল পরিচর্যা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, উদ্দীপনা এবং তাহাদের সামাজিক, অনুভূতিগত ও কগনিটিভ দক্ষতার বিকাশের জন্য নিরাপত্তা।' এই কারণেই আমাদের দেশের কনিষ্ঠতম নাগরিকদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিশুদের উপর করোনার প্রভাব পড়িয়াছে মারাত্মকভাবে। মার্চ ২০২০ থেকে ভারতের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া আছে এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান অনলাইনে চালু রহিয়াছে। এর অর্থ হইল ০-৫ বছর বয়সের প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন শিশু প্রাক-স্কুল পরিচর্যা এবং শিক্ষা পাইল না। কারণ তাহাদের বিকাশের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হইয়া আছে। ইউনিসেফের মতে শিশুদের উপর স্কুল বন্ধ থাকিবার প্রভাব ভয়ানক নেতিবাচক হইয়া উঠিতে পারে। স্কুল বন্ধ রাখিলে শিশুরা একাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে পারে। যত বেশিদিন স্কুল বন্ধ থাকিবে, শিশুরা তত বেশি শেখার সুযোগ হারাইবে। যাহার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রহিয়াছে। ভবিষ্যতে আয় খোয়ানো এবং স্বাস্থ্যহানি তাহার মধ্যে পড়ে। বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে অনেক শিশু বিশেষত বয়ঃসন্ধির শিশুরা দীর্ঘকাল বন্ধের পর আর স্কুলে ফিরিয়া যাইতে চায় না। আরো অনেকের শিক্ষার পাকাপাকি ক্ষতি হইয়া যায়। তাহা ছাড়া শিশুরা পুষ্টি, মানসিক সাহায্য এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যও স্কুলগুলোর উপর নির্ভর করে। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সবচাইতে বেশি ক্ষতি করিয়াছে শিশুদের। শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাঙ্গিয়া পড়িইয়াছে। শিশুরা মায়ের কাছে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিলেও শিক্ষাঙ্গন শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় আঙ্গিক। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে শিশুরা ছোটবেলা হইতেই শিক্ষার পরিবেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। শিক্ষাঙ্গন শিশুর ভবিষ্যৎ চলার পথকে সামনের দিকে অগ্রসর করে। শিক্ষাঙ্গণ ছাড়া শিশুর শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন শিশুর সঙ্গে একসাথে মিশিয়ে শিশুরা বড় হইতে শিখে। ইহার ফলে শিশুর মধ্যে বড় মানসিকতা তৈরি হয়।

একাকীত্ব ছাড়িয়া শিশু যখন বৃহৎ গন্ডির মধ্যে নিজেকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায় তখন শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতাও পরিবর্তন হইয়া যায়। একটি শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে শিক্ষাঙ্গন যে ভূমিকা পালন করে তাহা অন্য কোথাও সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের বড় হইয়া উঠিবার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ করা খুবই কষ্টকর। অতি শীঘ্রই যদি করোণা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর প্রবণতা সমাজব্যবস্থা মুক্তি না পায় তাহা হইলে শিশুদের ভবিষ্যৎ আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। যত শীঘ্রই করোনা মহামারী আমাদের দেশ ও বিশ্ব হইতে বিদায় লইবে তথ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে।

সামাগুড়ির খাটোয়ালে এনকাউন্টার, ধরাশায়ী ড্রাগস মাফিয়া খাইরুল আহত দুই পুলিশকর্মী

নগাঁও (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : ফের এনকাউন্টার। এবার নগাঁওয়ের সামাগুড়ি বিধানসভা এলাকার খাটোয়াল পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে সামাগুড়ি থানাধীন গেরুয়ামুখের বাসিন্দা খাইরুল ইসলাম নামের কুখ্যাত এক ড্রাগস মাফিয়া। খাইরুলের উদ্যত তরোয়ালের আঘাতে আহত হয়েছেন খাটোয়াল থানার ওসি আলোক দত্তগুপ্ত। তাছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাঁর গাড়ি চালক উৎপল বরুয়া। তাঁদের নগাঁওয়ের ভোগননী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। উভয়ে সংকটমুক্ত বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ঘটনা গতকাল শনিবার রাত প্রায় একটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান পুলিশ সুপার আইপিএস আনন্দ মিশ্র। হাসপাতালে আহত দুই পুলিশ কর্মীর শারীরিক খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে পুলিশ সুপার জানান, দুষ্কৃতীরা যদি মনে করে এভাবে পুলিশের ওপর হামলা করে পার পেয়ে যাবে, তা-হলে তাদের ধারণা পালটাতে হবে। তিনি বলেন, খাইরুল একজন কুখ্যাত দাগি অপরাধী। তাকে ধরতে মাত্র চার-পাঁচজন পুলিশ কর্মী নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। আনন্দ মিশ্র বলেন, নগাঁওয়ে পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদানের পর ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে যে সাঁড়াশি অভিযান তাঁরা চালিয়েছেন তা জারি থাকবে। তিনি বলেন, কোনও পুলিশ কর্মী ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য কাজ করেন না, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তাঁরা। সমাজকে দুষ্কৃতী ও অপরাধমুক্ত করতে নগাঁও তথা অসম পুলিশের অভিযান আরও কঠোর হবে।

এদিকে আজ সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী পুলিশ অফিসার আলোক দত্তগুপ্ত জানান, গতকাল রাতে তাঁর কাছে খবর আসে খাইরুল ইসলমের সদ্য জেল-ফেরত ভাই বুলবুল ফের ড্রাগস কারবারে জড়িত হয়ে পড়েছে। ওই তথ্যের ভিত্তিতে রাত প্রায় ১.০০টা নাগাদ চার পুলিশ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে খাটোয়ালের গরুআটিতে তাদের বাড়িতে হানা দেন তাঁরা। সেখানে তাঁরা দেখেন খাইরুল সহ প্রায় তিন চারজন কিছু গুঁড়ো দ্রব্য কৌটোয় পুরছে। পুলিশ দেখে ড্রাগস মাফিয়ারা হাতে হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৌড়ে পালাতে যায়। তিনি তাদের পালিয়ে যেতে বারণ করেন। কিন্তু আচমকা খাইরুল তাঁর চিবুকে ঘুঁসি মেরে হাতের তরোয়াল নিয়ে গলায় কোপ বসাতে উদ্যত হয়। হাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে গেলে হাতে কোপ পড়ে তার। তাঁকে মেরে দৌড়ে পালাতে গেলে তিনি তাঁর সার্ভিস রিভলবার বের করে শুট করেন খাইরুলকে। বাকি তিনজন পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। অন্যদিকে খাইরুল যখন তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে, তখন অপর এক দুষ্কৃতী তাদের পিস্তল দিয়ে তাঁর গাড়ি চালক উৎপল বরুয়াকে গুলি করে। তাঁর পায়ে সম্ভবত দুটি গুলি লেগেছে, বলেন পুলিশ অফিসার আলোক দত্তগুপ্ত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি

অনুভব বেরা

'একমেব বহুষ্যাম'-উপনিষদ। প্রকৃত অর্থেই প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন একের মধ্যে অনেক। প্রবল স্বাজাত্যভিমানী, দেশপ্রেমিক, শিল্পোদ্যোগী, ইতিবাসবেত্তা, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, নারীহিতৈষী, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও গবেষক প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন সার্থক আচার্য ছিলেন মহামান্য আচার্যের বহুমুখী জীবন ও কর্মের কোন দিক বাদ দিয়ে কোন দিকে আলোকপাত করার বেশি প্রয়োজন তা বলা কঠিন। কারণ এ প্রসেঙ্গ আচার্যের সাবলীল আত্মবিশ্লেষণ---''আমি হচ্ছি ব্যঞ্জনবর্ণের বিসর্গবর্গীয়, ক-এ বিসর্গ দাও কঃ ,খ এ বিসর্গ দাও খঃ গ- এ বিসর্গ দাও গঃ। তেমনই বৈজ্ঞানিক দলে বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী সমাজে ব্যবসায়ী, গ্রামসেবকের সঙ্গে গ্রামবাসী। অর্থনীতি মহলে অর্থনীতিজ্ঞ, সমস্যার সহজ সমাধান হ্যাঁ তার পক্ষে সমস্যা সহজে সমাধান করার ক্ষমতা তাকলেও আমাদের কাছে নেই। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে তাই সত্যিই দুস্কর। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবন ও কর্মোদ্যোগ বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রতি নানা উপমা, প্রশংশাসূচক মন্তব্য করেছেন সময়ে সময়ে। বিশিষ্টদের মণিমুক্তোসম সেই সব মন্তব্য এই নিবন্ধে সংকলিত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাব, তাঁর ১৬০ তম জন্মবর্ষপূর্তিতে।

ফরাসি রসায়নিক মার্সোলিন বার্থেলো এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক আলোজান্ডার পেড়লার-এর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভারতবর্ষের অ্যালকেমি শাস্ত্রচর্চায় গভীর মনোযোগ ও রসায়ন বিষয়ে পুঁথি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ১২বছর কঠোর পরিশ্রমের ফসল হিসেবে ১৯২০ সালে হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি প্রথম খণ্ড প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ পায় ১৯০৯ সালে। বিজ্ঞান ইতিহাসের পণ্ডিতরা বলেন, এত উঁচুমানের আর কোনো সক্রিয় বিজ্ঞানী ভারতীয় ইতিহাসে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এত গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেননি। যেটা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে করেছেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল সেটাই তিনি এই দুইটি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অনেকেই গ্রন্থদুটো নিয়ে বলেছেন। ১৯০৯ সালে হিন্দু রসায়নের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল ফরাসি পণ্ডিত সিলভ লেভি সমালোনা করেন। ১৯১২ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের উক্তি, 'এ গ্রন্থ সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে যে এর সিদ্ধান্তগুলিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং শেষ কথা বলা হয়েছে (উৎসহ মণি বাগচির আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আত্মচরিত)।

রসায়ন বিজ্ঞান প্রফুল্লচন্দ্রে বিশেষ সাধনভূমি। সহ পারদের অনেকগুলো যৌগ আবষ্কার সেই বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁকে এনে দিয়েছে বিশ্বখ্যাতি। প্রফুল্লচন্দ্রে প্রায় ১৫০ টি গবেষণাপত্রের মধ্যে ৬০টির মতো নাইট্রাইয় যৌগ নিয়ে। বিজ্ঞানী সমাজের প্রতিভূস্বরূপ অধ্যাপক আর্মস্ট্রং তাঁকে উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই সূত্রে ইউরোপে পাঠরত ছাত্রসমাজ তাঁক সংবর্ধনা জানিয়ে মানপত্রে উল্লেখ করেন। ভারতের বিজ্ঞানাকাশে যুগপৎ দুইটি চন্দ্রের উদয়ে কেবলমাত্র ভারতের মানসলোকই উদ্ভাসিত হয় নাই। ইউরোপের

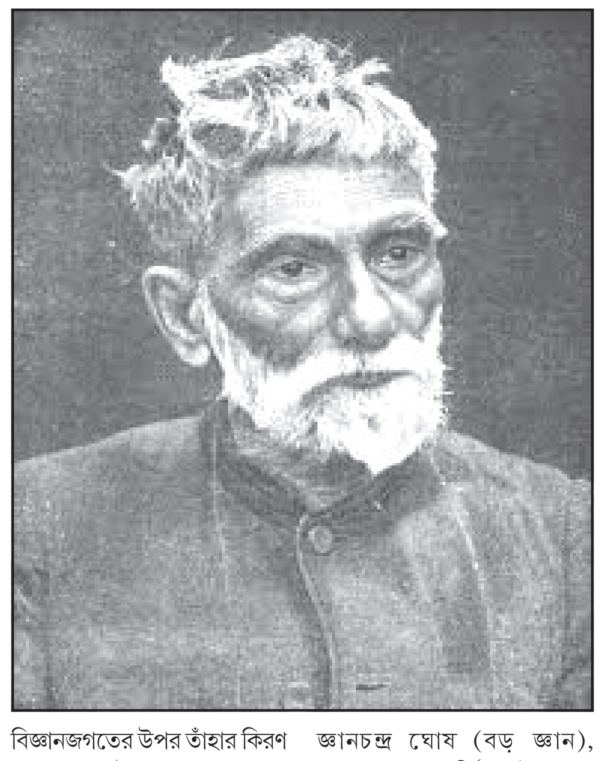

বিজ্ঞানজগতের উপর তাঁহার কিরণ সম্পাতক হইয়াছে আপনাদের লইয়া আমাদের গর্বের সীমা নাই। (সুত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মণি বাগচি পৃষ্ঠা ৮৩৮৪)। লন্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটি প্রপুল্লচন্দ্রের তৃতীয়বারের (১৯১২) ইউরোপ ভ্রমণকালে আচার্যদেবকে সম্বর্ধিত করে। সোসাইটির পক্ষে ডা ভি এইচ ডেলি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আচার্য রায় সেই আর্য জাতির খ্যাতনামা প্রতিনিধি যে জাতি সব্যতার উচ্চ শিখরে আরোহন করে সেই প্রাচীন যুগে বহু রাসায়নিক সত্যের আবিষ্কার করেছিলেন যখন ইংল্যান্ড অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। (সূত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (১৯৬২), মণি বাগচি , পৃষ্ঠা-৮৭) ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আবিষ্কারে আপ্লুত হয়ে লিখছেন বিষম ধাতুব মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়েছি বিয়া বাঙালীরা নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া। গবেষক প্রফুল্লচন্দ্র অজৈব ও জৈব রসায়নে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার পাশাপাশি ভৌত রসায়নে কাজের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অ্যামেনিয়াম নাইট্রাইটের বাষ্প ঘনত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণা এই সাক্ষ্যই দেয়। ৭৫ বছর পর্যন্ত তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। শুরুর ছন্নছাড়া দশা এড়িয়ে তিনি যখন শেষ করেছেন ভারতবর্ষের রসায়ন গবেষণা তখন অনেককাংশেই প্রতিষ্ঠিত ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রে অন্যতম সেরা কীর্তি তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা ছাত্রদল। কে নেই সেই তালিকায় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (বড় জ্ঞান), জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি (ছোট জ্ঞান), জ্ঞান রায় (গণেশ জ্ঞান), রসিকলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, নীলরতন ধর, পুলিশবিহারী সরকার, মানিকলাল দে, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি। গুরুশিষ্যের এমন অসাধারণ সমন্বয় পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। অসম্ভব ভালবাসতেন ছাত্রদের। ছাত্ররাই ছিল প্রফুল্লচন্দ্রে পরমতম সম্পদ। শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। বিলেতে থাকতে আমি এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলুম আমাদের দেশে তেমন শিক্ষক মেলে কই। শুধুমাত্র নাম করা যেতে পারে একজনার তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মাহাত্মা গান্ধি ফরবেদা জেল থেকে লিখেছেন আচার্য রায়ের অতি সাধারণ বেশভূষা ও ও জীবনযাপন দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তিনি এক প্রত্যাক বিজ্ঞানী ও বিশ্ববন্দিত প্রফেসর। আমি শুনে স্তম্ভিত হয়েছি যে তিনি তাঁর বিরাট অঙ্কের মাইনের টাকার অতি সামান্যই নিজের জন্য রেখে বাদবাকি সমস্ত অর্থ জনসাধারণ ও দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য দান করেন।

দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি গড়ে তুলেছিলেন রসায়ণের আধুনিক গবেষণাগার। উদ্বুদ্ধ করতেন ছাত্রদের এমন গবেষণার কাজে লিপ্ত হতে যার সামাজিক উপযোগিতা আছে। সে সময়ে ভারতে রসায়নের ক্ষেত্রে সব গবেষক ছাত্ররাই নিজেদের গণ্য করতেন প্রফুল্লচন্দ্রে চাত্ররূপে। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ছাত্র ছিলেন না। কেউ অপেক্ষা করতেন সরাসরি তাঁর ছাত্র না হওয়ায়। অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর একবার মন্তব্য করেছিলেন। আমার জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধটা হল এবং আমার অনুমান যার জন্য স্যার পি সি রায় আমাকে ক্ষমা করেননি, প্রত্যক্ষভাবে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম না। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। এটুকু বলতে পারি যে আমি তো আগে জন্মাতে পারিনি। নিজেকে তাঁর নাতি স্থানীয় ছাত্ররূপে গণ্য করতে পারি এই কারণে যে আমি আমার জীবনে রসায়নের প্রথম স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম মি অতুলচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে, যিনি ছিলেন তাঁর প্রথম ছাত্রদের মধ্যে একজন।

সমাজসেবা ও পরিহিত গর্মে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রফুলচন্দ্রের সম্পর্কে প্রাতঃ স্মরণীয় মনীষীগণের উক্তি স্মরণ করলে তাঁর গভীরতা সম্পকে আমরা স্বল্পায়াসে পাঠকবর্গকে অবহিত করতে পারি। ১৯২২ও ১৯৩১ এ উত্তর ও পূর্ববলের বিস্তৃত অঞ্চলে বন্যা প্লাবিত হয়। বন্যার্তদের ত্রাণের লক্ষ্যে ৬১ বছরের বৃদ্ধ অধ্যাপক আচার্য রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। আচার্য এবং তাঁর সেবাব্রতী সহকর্মী ছাত্র এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সংগৃহীত হয় বিপুল ত্রাণ সামগ্রী। বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত হলঘর সে সময় হয়ে উঠেছিল বন্যাত্রাণ দফতর। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় তাঁর প্রসঙ্গে লেখা হয় মি গান্ধি যদি আর দুইজন পিসি রায় তৈরি করিতে পারিতেন, তবে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন। মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, বিরামহীন সেবা, উদ্দীপনা ও আশাবাদের যে দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন তা নিয়ে আমরা অবশ্যই গর্ব করতে পারি। গান্ধি প্রফুল্লচন্দ্রকে Doctor of Flood উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মতে, তাঁর আত্মত্যাগের সুফল ভোগ করেছে অন্যরা। তাঁর নিজের প্রয়োজন ছিল সামান্যই। তাই সে বাবদ তিনি বিশেষ কিছুই বাঁচিয়ে রাখেননি। বেশিরভাগই দানধ্যানে আর গরিব ছাত্রদের দরজা হাতে সাহয্যেই ব্যয়িত হয়েছে। সরল জীবনযাত্রা আর উচ্চমানের চিন্তাভাবনার সংমিশ্রণ সর্বদাই দুর্ভল। স্যার পি সি রায়ের মধ্যেই এই দুর্লভ সমেমেলন ঘটেছে।

আচার্য মনে করতেন বিদেশে যেমন বিজ্ঞান ও শিল্প হাত ধরাধরি করে চলছে, তেমনই ভারতেও শিল্পের প্রসার হোক এইভাবে। তিনি ভালোভাবেই জানতেন দেশের স্বাধীনতা না এলে ব্যাপক শিল্পায়ন সম্ভব নয় এবং শিল্পায়ন ও স্বনির্ভর অর্থনীতি বিনা দেশের দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' তাঁর শিল্পভাবনার ফসল। তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস', 'দ্য বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস' প্রভৃতি সংস্থা। এছাড়াও বেঙ্গল মিসলেনি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন। ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর শিল্প ভাবনা প্রসঙ্গে তাঁরই ছাত্র বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন---বর্তমানকালে শিল্প ও বিজ্ঞানে ভারত যেন পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হয়ে ওঠে এই ছিল তাঁর সাধের স্বপ্ন।

প্রফুল্লচন্দ্রে ছাত্রাবস্থাতেই তৎকালীন কলকাতায় স্বদেশিকতার হাওয়া বইতে শুরু করে, তাতেই প্রফুল্লচন্দ্রের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। ১৮৮২-তে প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বর্তি হওয়ার কিছুদিন পর এখানে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাশনের তীব্র নিন্দা করলেন ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিনে বসেই সেখানেই তাঁদের তীব্র আক্রমণ করা দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত নিদর্শন ছাড়া আকী বলা হবে। প্রবন্ধটি প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথমের আদর্শের কাছাকাছি হয়ে বিবেচিত হয়। প্রবন্ধটির অন্যতম পরীক্ষকের মন্তব্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইহা শ্লেষ পূর্ণ আক্রমণ পূর্ণ। এই প্রবন্ধটি তিনি তখনকার বিখ্যাত রাজনীতিক জন ব্রাইটের কাছে পাঠান। তাঁর উত্তর কাগজের শিরোনামে স্থান পায়। ভারতীয় ছাত্রের কাছে জন ব্রাইটের চিঠি। প্রবন্ধটি পড়ে জন ব্রাইটের মন্তব্য ছিল সন্নীতি এবং প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞাতা হইতে ভ্রষ্ট হইলে আমাদের বিপদ ও ধ্বংস অনিবার্য এবং আমাদের বংশধরগণের তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে। (আত্মচরিত-প্রফুল্লচন্দ্র) স্বরাজ ছিল প্রফুল্লচন্দ্রে স্বপ্ন। বভঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, রাওলটি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হিজলী বন্দি শিবিরে নৃশ্যস গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। কাদি ও চরকার সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে পনেছিলেন যে আচার্য ব্রজন্দ্রনাথ শীল তাঁকে চরকার্ষি (চরকা ঋষি) সম্বোঝন করতেন। বহু বিপ্লবী স্বদেশি ও দেশব্রতী সভা সমিতি প্রফুল্লচন্দ্রে অর্থ সাহায্যে ও সমর্থনে পুষ্ট হয়েছিল। ১৯১৯ সালে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সম্মান স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি দেয়। তখন একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক প্রফুল্লচন্দ্রকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন যে ব্রিটিশরা তাঁকে এত বড় সম্মান দেয় অথচ প্রফুল্লচন্দ্র সর্বদা ব্রিটিশ সাসনের বিরোধ করেন কেন? জবাবে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন দেশের প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানীকে টেস্টটিউব ছেড়ে গবেষণাগারের বাইরে আসতে হবে। বিজ্ঞঅনের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না। প্রফুল্লচন্দ্র বিপ্লবীদের শুধু অর্ত সাহায্য করতেন না, কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, গোপনে তিনি বোমা তৈরির ফর্মূলাও জোগান দিতেন। প্রফুল্লচন্দ্রের দেশসেবা প্রসঙ্গে তাঁরই একটি মন্তব্য তুলে ধরি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে লেখা শোকবার্তায় বলেছেন আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই, ভগবান জানেন। আমার জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র পরিণত বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিজ্ঞান কলেজের ঠিকানায় অসংখ্য শোকবার্তা আসে। শোকবার্তা এসেছিল প্রেসিডেন্সি জেল ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বন্দিরা বিজ্ঞানীর প্রয়াণে শোকসবার আয়োজন করে গৃহীত শোকবার্তা বিজ্ঞান কলেজ পাঠন। দমদন জেল থেকে বিপ্লবী মেহন্ত কুমার বসুও শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। যেহেতু শোকবার্তা কর্তৃপক্ষের হাতে হয়ে আসে স্বভাবতই স্বাধীনতা সংগ্রামের বার্তা ও সহিংস আন্দোলনে প্রফুল্লচন্দ্রে ভূমিকা এসব শোকপ্রস্তাবে উল্লিখিত হয়নি। এমন কিছু থাকলে বাজেয়াপ্ত হত।

প্রেসিডেন্সি ডেলের বন্দিদের প্রেরিত শোকবার্তার কিছু অংশ আজ গুরুহীন ব্যিদাতীর্থের মন্দির, পিতৃহীন বিজ্ঞানাবিষ্কারণ পরিষদ উৎস বিলুপ্ত মানবত্ব উদ্যোধন প্রেরণা আজ সম্বললুণ্ঠিত অভাববিধুর ভারতভূমি। জ্ঞান সাধনা সিদ্ধ যুগাচার্য আজ দেহাতীত। বন্দীবাসের এই দুঃখ সভায় সমবেত হয়েছি আমরা অমর আত্মার কল্যাণ কামনায়।

দমদম জেল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমন্তকুমার বসুর প্রেতি বার্তা (কিছুক্ষণ) তিনি ছিলেন একনজ শ্রেষ্ঠ জনসেবক এবং বিজ্ঞানকেও মানুষের দৈনন্দিন সেবায় কাজে লাগাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার সৃষ্টির ও তাঁহার দানের শেষ কোথায়। আমি তাঁহার অপার স্নেহরাশির একটু কণা লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছি। তিনি গিয়াছেন বটে কিন্তু রাখিয়া গিয়াছেন এক অপূর্ব অমরস্মৃতি। যদি আমরা জীবনের উপযুক্ত মূল্যদানে তাঁহার স্মৃতি সম্মান রক্ষা করিতে পারি তবেই আমরা ধন্য হইব। কোনো বিজ্ঞানীর প্রয়াণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এমন ধরনের শোকবার্তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিজ্ঞান একটি মহৎ বিষয়, কিন্তু মানবতা মহোত্তম। বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কেবল তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা কেন, সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মোদ্যোগ উৎসর্গ করেছেন মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ এই বরেণ্য বিজ্ঞানতপস্বীকে বিপন্ন স্বর্গবূমির পরিত্রাতা দধীচির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি গড়ে তুলেছিলেন রসায়ণের আধুনিক গবেষণাগার। উদ্বুদ্ধ করতেন ছাত্রদের এমন গবেষণার কাজে লিপ্ত হতে যার সামাজিক উপযোগিতা আছে। সে সময়ে ভারতে রসায়নের ক্ষেত্রে সব গবেষক ছাত্ররাই নিজেদের গণ্য করতেন প্রফুল্লচন্দ্রে চাত্ররূপে। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ছাত্র ছিলেন না। কেউ অপেক্ষা করতেন সরাসরি তাঁর ছাত্র না হওয়ায়। আচার্য রায়ের মৃত্যুতে তৎকালীন যুগান্তর পত্রিকা শ্রদ্ধার্ঘ্যে লিখেছিল অদ্বিতীয় প্রতিভাসন্ন বিজ্ঞানী এদেশে আরো জন্মিয়াছেন দেশসেবক ও কর্মসাধানয় উৎসর্গীকৃত জীবন পুরষ ও বাংলার ইতিহাসে দুর্লভ নয় শিক্ষার ইতিহাস ও বাঙলার ইতিহাস ঐশ্বর্যে গরিয়ান কিন্তু সর্বশাখায় সমান সার্থক সব কিছুর সমন্বয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ প্রতিভাধারণে আচার্য যে স্থান করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বারতে কেন সমসাময়িক পৃথিবীতেও দুর্লভ। (সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

মহামারির ভীষণ প্রকোপে শিক্ষার মহামারিটা না হয় নাই বা দেখলাম

জয়দেব সাহা

রাম মাস্টারের বাড়ির ঠিক পেছনেই অতীন থাকে।য ওই যে পাড়ার মোড়ে চপমুড়ি বিক্রি করে না, গোপেন পোদ্দার, তার ছেলে। লোকে বলে ও নাকি ক্লাস সেভেনে পড়ে। আর ও বলে নাইনে। তারপর পাড়ার দাদারা খেপায় ধুর স্কুলই তো গেলি না দেড় বছর থেকে, নাইনে কি করে উঠলি। আর এতকিছুর মাঝে সত্যি এটা যে আর স্কুলে যাবে না। অতীন অঙ্কে খুব দুর্বল, তার ওপর বিগত দেড় বছরে আরও দুর্বল হয়ে পনেছে। রামু মাস্টার যদিও অঙ্কই পড়ান। মায়ের বকা খেয়ে সে একবার গিয়েছিল স্যারের বাড়িতে অঙ্ক বইটা নিয়ে। উনার স্ত্রী বাড়িতে ঢুকতে দেননি। বলেন করোনার মধ্যে একদম বাড়ির কাছে আসবি না। বাকিটা অতীত হয়ে গেয়ে। গতকাল বাবা বলল আর মাধ্যমিক দিতে হবে না, পাশ করতে পারবি না। সুতরাং এখানেই ইতি ব্যস, অতীন তো বেজায় খুশি আর স্কুলে যেতে হবে না কোনদিন। আচ্ছা, অতীনদের সংখ্যাটা ঠিক কত? কোনও হিসেব আছে? নাকি প্রয়োজন নেই তাকানোর? হিসেবের গন্ডির বাইরে ওরা আজীবনই থেকে গেল,না হয় আজও থাক। আর মহামারি ভীষণ প্রকোপে শিক্ষার মহামারিটা না হয় না'ই বা দেখলাম।

অতীনের এক নাব্ধু এখন স্টেশনে চা বিক্রি করে। আগে তার বাবা করত। হাজার অভাব অনটনের মধ্যে ও ছেলেকে কখনও দোকানে বসতে দেননি। বাব বলতেন, ছেলেকে আমি লেখাপড়া করিয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার বানাবো। কিন্তু সময়ের বোধহয় ঠিক পছন্দ হয়নি। বিষয়টা। কোভিডের ছোঁয়ায় সে এখন অনাথ। মা ছিল না তার। বাবাও আর নেই। বাবার দোকানেই বসে থাকে সে, আর হয়তো বাবে জীবনযুদ্ধের গল্প। সত্যি বলতে কোথাও লেখাও নেই হয়তো যা তার বাবা মারা গেছে। সমাজের ওই মানুষগুলোর জীবন-মৃত্যুর ইতিহাস কেউ লেখেন না। লেখার সময় পান না হয়তো। এতো হল স্কুলছুটদের গল্প। এর বাইরের গল্পটা বোধহয় আরও বড়। ওই যে রাকেশ, শহরের ওই দুই কামরার ফ্ল্যাটে থাকে। সামনেই খেলার মাঠ। প্রায় দেড় বছর হতে চলল, ওখানে খেলা হয় না আর নামী স্কুল থেকে অনলাইনে ক্লাস হয়। কিন্তু বছর দশের ওই বাচ্চাটির তো মন লেগে থাকে কখন ক্লাস শেষ হবে আর গেম খেলবে। মাঝে মাজে ক্লাসের ফাঁকেই গেম খেলতে শুরু ক রে দেয় ও । গত বছর বার্ষিক পরীক্ষা হল বাড়ি থেকে লিখে স্কুলে জমা দিতে হবে। ব্যাস অমনি মাথায় চিন্তা ওর বাবা মায়ের। শুধু রাখেস কেন, ওর সব বন্ধর বাবা-মা তখন ভীষণ ব্যস্ত। কে সবচেয়ে ভালো টিউশান মাস্টার জোগাড় করতে পারে। আর না না, ছেলেকে পড়ানোর জন্য নয়, ছেলের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। ক্লাস ফার্স্ট হতে হবে না। কি ভীষণ রকম প্রতিযোগিতা চারিদিকে। অয়ন তখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়তে, এখন চতুর্থ বর্ষ। মাঝের সময়গুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল, কোন এক না ফেরার দেশে। বিগত দেড় বছর ধরে হোস্টেলের ধরে তালা ঝুলছে, ষাট বছর বয়সি হোস্টেলটাও বড্ড শুনশান। স্বপ্ন দেখছে, ওর বুকে হয়ত কোনদিন আবার জেগে উঠবে না। ঘুমানোর দেশ। আবার ওই ছেলেটা, যে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত এখন সে থার্ড ইয়ারে। ওদের আবার তিন বছরের কোর্স। তিন বছরই তো সময় ফাঁকি দিল। কিন্তু ক্লাসের মধ্যে থেকেহ। হয়তো কেউ কেউ প্রতিদিনই দেয়। আদিবাসী পাড়ায় একটা অঙ্গনওয়াড়ি আছে। আগে বাচ্চাদের পড়ানো হত ওখানে। সেটার পাট চুকিয়ে ওরা প্রাইমারি স্কুলে উঠত। না ওই বাচ্চাগুলোর টিউশনি নেই, বড় মোবাইল নেইষ ইন্টারনেট নেই। আর নেই অনলাইন ক্লাস। সেই হোক, এসব হল আজগুবি গল্প চারিদিকে এত সমস্যার মাঝে, এত ছোট ঠোট সমস্যা কারও চোখে পড়ার নয়। শত অসুবিধা চারপাশে। পুজোতে ভিড় হয় না, বিয়েবাড়িতে লোক হয় না, নাইট ক্লাবগুলো বন্ধ পড়ে আছে। আর গণতান্ত্রিক দেশে ভোট তো আছেই। এর মাঝে ক'টা ছেলেমেয়ে পড়তে বসল কিনা, ল্যাবে কিছু শিখল কিনা, অথবা নতুন বন্ধু পেল কিনা, তাতে কার কি যায় আসে। যাই আসার কথাও নয়। আবারতো সব স্বাভাবিক হবে একদিন। আবার পড়াশোনা করে নেবে। না হয় দুটো বছর একটু কষ্ট করল। কিন্তু প্রশ্ন হল, মাঝের দুটো স্টেশনে রেললাইন কাটা, ট্রেনটা এগোবে কি করে? কিন্তু এসব ভাবতে না ওই ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ মেনে নেবে কিনা। (সৌজন্যে- দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কিশোরীকে যৌন নির্যাতন গ্রেফতার এক

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই শহরের বিরুদ্ধে ফের উঠল যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। খাস কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় কিশোরীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। গ্রেফতার অভিযুক্ত। ঘটনায় আর কারা জড়িত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে গতকাল রাতে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় এক কিশোরীকে পরে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। স্থানীয়রা দেখে ওই কিশোরী অসুস্থ অবস্থায় রাস্তায় পরে আছে এবং কাঁদছে। মুহুর্তের মধ্যে স্থানীয়রা খবর দেয় ঠাকুরপুকুর থানায়। এরপরেই ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপর ওই কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সে অভিযোগ জানায়, জোর করে অপহরণ করে যৌন নির্যাতন করা হয়। যৌন নির্যাতনের পর রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলে ওই কিশোরী। এর পরই ঘটনার তদন্ত শুরু করে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। এরপর হরিদেবপুর থেকে গতকাল গভীর রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। এই ঘটনার আর কারা জড়িত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিরাপদ করোনার মিশ্র প্রতিষেধক, দাবি আইসিএমআরের

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : করোনার মিশ্র প্রতিষেধককে নিরাপদ আখ্যা দিল আইসিএমআর। সম্প্রতি একটি সমীক্ষার পর আইসিএমআর দাবি করে, কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিনের মিশ্র প্রতিষেধক (ককটেল টিকা) করোনার বিরুদ্ধে ভাল প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে।
উত্তরপ্রদেশে ২০ জনকে ভুলবশত দু'টি আলাদা আলাদা সংস্থার টিকা দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও পরে নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) বিনোদ পল দাবি করেছিলেন, ওই ব্যক্তিরা দু ধরনের প্রতিষেধক নিলেও তাঁদের শরীরে কোনও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। পরে কেন্দ্র স্থির করে মিশ্র প্রতিষেধকের ব্যবহারে কারও শরীরে করোনা সংক্রমণ রুখতে সার্বিক ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। সেই মতো পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করার পরিকল্পনাও করে তারা।
গত মে এবং জুনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে এই সমীক্ষা চালায় আইসিএমআর। কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন প্রতিষেধকের মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়। সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, এই মিশ্র প্রতিষেধক শুধু নিরাপদই নয়, সার্স কোভ-২ এর বিভিন্ন রূপের বিরুদ্ধেও ভাল প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম।

অরুণাচল প্রদেশে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এনএসসিএন (কে)-এর ক্যাডার

ইটানগর / গোলাঘাট, ৮ আগস্ট (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ পুলিশ এবং আসাম রাইফেলসের যৌথ অভিযানে এনএসসিএন (কেওয়াই)-এর এক সক্রিয় সশস্ত্র ক্যাডার ধরা পড়েছে। তার হেফাজত থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে যৌথ বাহিনী। অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার ঘন জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য তাঁরা পেয়েছেন, দাবি রাজ্যের সদর পুলিশ দফতরের। ধৃত জঙ্গিকে ওয়েঙ্গেই ওয়েংপেক বলে শনাক্ত করা হয়েছে।
অরুণাচল প্রদেশের সদর পুলিশ দফতরের সূত্রটি জানিয়েছে, ধৃত জঙ্গিকে ওয়েঙ্গেই ওয়েংপেকের হেফাজত থেকে একটি একে ৫৬ রাইফেল, তিনটি একে সিরিজের ম্যাগাজিন, পিস্তলের ম্যাগজিন এবং বেশ কয়েক রাউন্ড সক্রিয় গুলি, গ্রেনেড, রেডিও সেট, মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং বহু পরিমাণের নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল অসম-নগাল্যান্ড আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী গোলাঘাট জেলার মেরাপানি থেকে এনএসসিএন (আইএম)-এর চার ক্যাডারকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেফতার করেছিল আসাম রাইফেলস। মেরাপানি নাগাল্যান্ডের ওয়াখা জেলার মেনকিবং-ঘেঁষা। মেরাপানি-মেনকিরং এলাকায় তাদের একটি শিবিরও উৎখাত করেছে আসাম রাইফেলস। ওই শিবির থেকে চারটি একে সিরিজের রাইফেল, একটি এম-১৬ রাইফেল, তিন রাউন্ড গুলি ভরতি একটি ৯ এমএম পিস্তল, ৭.৬২ এমএম-এর ৪৪৬ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, ছয় জোড়া সেনা পোশাক উদ্ধার করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে আক্রান্ত ৬৭৫ জন

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.): গতবছর মার্চ মাস থেকে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। তবে, এরই মাঝে রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। রাজ্য জুড়ে সামান্য কমল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৬৭৫ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।
স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭৫ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩৩,৮০৩। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,২২৮।
অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৭৬৩ জন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,০৫,৮৯। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.১৩ শতাংশ। অপরদিকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে চিকিৎসাধীন রোগীর ১০,৪৮৫। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৬,৫৩০ জনের।

বনগাঁয় বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম এক শ্রমিক, তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

বনগাঁ, ৮ আগস্ট (হি.স.) : বনগাঁয় বাড়ি বাগান পরিস্কার করতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন এক শ্রমিক। রবিবার এই ঘটনা ঘটে বনগাঁ থানার শিমুলতলা এলাকায়। বনগাঁ পুরসভার প্রশাসকের পাড়ায় এই বোমা বিস্ফোরণে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কীভাবে জনবসতিপূর্ণ ওই এলাকায় বোমা এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পুর প্রশাসক গোপাল শেঠ।
জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে বনগাঁ থানার শিমুলতলা এলাকায় একটি বাড়ির বাগান পরিস্কার করছিলেন এক শ্রমিক। তার নাম কার্তিক ঘোষ। পরিস্কারের সময় হঠাৎ ওই ব্যক্তির নজরে পড়ে একটি প্লাস্টিক ব্যাগ। কৌতুহলবশত তিনি সেটি সরাতেই বিপত্তি। বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হয়। শব্দ পাওয়ামাত্রই স্থানীয়রা জড়ো হয়ে যান সেখানে। দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন কার্তিক। তার হাত-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর।
এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে যান পুলিশ আধিকারিকরা। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি ও সুতো। যেখানে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ওই এলাকারই বাসিন্দা বনগাঁ পুরসভার প্রশাসক গোপাল শেঠ। তাঁর এলাকায় এহেন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা। অন্যদিকে কীভাবে ওই বাড়ির বাগানে বোমা এল। ওই বাড়িতেই বোমা মজুত করা হয়েছিল কি না। হয়ে থাকলে কারণ কী, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে পর্যাপ্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন গোপাল শেঠ। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

খড়গপুরে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু সদ্যোজাতর

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.): বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই শহরের একাধিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে নানান ধরনের অভিযোগ। অক্সিজেনের অভাব থেকে বেডের অভাব নানান ধরনের অভিযোগ উঠছে শহরে বিরুদ্ধে। এরই মাঝে খড়গপুরে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু সদ্যোজাতর।
করোনা হানায় নাকাল রাজ্যবাসী। এই পরিস্থিতির মাঝেই কাঠগড়ায় খড়গপুরের হাসপাতাল। খড়গপুর শহরের পুরাতন বাজার এলাকার বাসিন্দা অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় শনিবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপরেই সোমবার পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। কিন্তু জন্মের পর প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ওই সদ্যজাতর। এরপরেই ওই শিশুকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দিলেও যথারীতি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা না থাকায় যথাযথ অক্সিজেন না থাকায় মৃত্যু হয় ওই শিশুর। ঘটনায় ভেঙে পড়েছে ওই শিশুর পরিবার।

বদরপুরের এনএফ রেলওয়ে এমপ্লোয়িজ ইউনিয়নের কার্যালয়ে ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প বিশ্বহিন্দু পরিষদের

বদরপুর (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভূমি পূজনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বদরপুর সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৮-তম ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরের এনএফ রেলওয়ে এমপ্লোয়িজ ইউনিয়নের কার্যালয়ে এই ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা। বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সহ-সেবা প্রমুখ নিরুপম আচার্য এ ব্যাপারে জানান, করিমগঞ্জ জেলার ১৩টি প্রখণ্ডে একটি করে ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। বদরপুর এনএফ রেলওয়ে এমপ্লোয়িজ ইউনিয়নের কার্যালয়ে ভ্যাকসিনেশন শিবিরের জন্য স্থান দেওয়ায় ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদককে ধন্যবাদ জানান পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সহ-সেবা প্রমুখ নিরুপম আচার্য।
তিনি বলেন, এদিন মোট ১৬৩ জন ব্যক্তি ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। আগামীতে পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস, অখণ্ড ভারত দিবস, রাখি বন্ধন উৎসব প্রভৃতি পালন করা হবে বলে জানান নিরুপম আচার্য। এদিনের কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগচৌধুরী, প্রখণ্ডের সহ-সম্পাদক অলোক দত্ত, দুর্গা বাহিনীর বদরপুর প্রখণ্ডের সংযোজিকা পূজা গোয়ালা, বদরপুর প্রখণ্ডের সহ-সেবা প্রমুখ বাবলু সিং প্রমুখ।

আত্মসমর্পণ করতে এনএলএফবি-র প্রায় ৩২ ক্যাডার ভুটানের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কোকরাঝাড়ে

কোকরাঝাড় (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : আত্মসমর্পণ করতে বড়োল্যান্ডের নবগঠিত উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড সংক্ষেপে এনএলএফবি-র প্রায় ৩২ জন সক্রিয় ক্যাডার আজ রবিবার সকালে অসমের বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাড়বাড়িতে এসেছে।
সদ্য আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনের জনৈক নেতা এই তথ্য দিয়ে জানান, 'খুব শীঘ্র এনএলএফবি-র স্থানীয় প্ল্যাটুন কমান্ডার বি হারফারের নেতৃত্বে আরও ৩০ জন সক্রিয় সদস্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে। বি হারফারকে আমরা ভারত-ভুটান সীমান্তে প্ল্যাটুন কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে নিয়োজিত করেছিলাম।' তিনি আরও বলেন, গত ২২ জুলাই মাত্র ২০ জন ক্যাডারকে সঙ্গে নিয়ে অসম সরকারের কাছে অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন এনএলএফবি-প্রধান বিনোদ মুশাহারি ওরফে এম বাথা।
আজ সকালে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী ঝাড়বাড়িতে জঙ্গল-ফেরত উগ্রপন্থীদের স্বাগত জানান বিপুল সংখ্যক গ্রামবাসী। তাঁরা জলের বোতল এবং ফুল দিয়ে তাদের স্বাগত জানান। এনএলএফবি-র বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ক্যাডারও তাদের সহকর্মীদের মূলধারায় স্বাগত জানান। এদিকে পুলিশি নিরাপত্তা বলয়ে তাদের ডেজিগন্যাটেড ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মোদীর ভাষণে বিক্ষোভের আশঙ্কা স্বাধীনতা দিবসের আগে নিরাপত্তায় লালকেল্লা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের সময় যাতে কোনও রকম ভাবে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না দিল্লি পুলিশ। বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের ধার এখনও কমেনি। তাই নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না দিল্লি পুলিশ। এ জন্য শিপিং কন্টেনার বসিয়ে উঁচু দেওয়াল তুলে ঘিরে ফেলা হচ্ছে লালকেল্লা। স্বাধীনতা দিবসের আগে সুন্দর আল্পনা এঁকে কন্টেনারগুলি সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।
এর আগে, ২৬ জানুয়ারি রাজধানীতে কৃষক আন্দোলনের আঁচ পড়েছিল লালকেল্লায়। কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধিতায় যে ট্র্যাক্টর মিছিল শুরু হয়, মুহূর্তের মধ্যে তা হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। লালকেল্লার সামনের খুঁটিতে উঠে নিশান সাহিবের পতাকা টাঙিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিসের সঙঅগে সঙ্ঘর্ষ চলাকালীন প্রাণহানিও ঘটে।

পাথারকান্দিতে দেড় লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, ফেরার অভিযুক্ত

পাথারকান্দি (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : ড্রাগস-মুক্ত অসম গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসন যতই কড়া অবস্থান নিচ্ছে, ড্রাগস মাফিয়ারাও ততই নিত্য—নতুন ফর্মুলায় তাদের অবৈধ সাম্রাজ্যকে বহাল রাখার অপচেষ্টা করছে। তবুও পার পাচ্ছে না নেশা কারবারিরা। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়ছে মাদক কারবারিরা। অনুরূপভাবে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত এক ডেরায় হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করেছে।
জানা গেছে, এক গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পাথারকান্দি থানাধীন বারইগ্রাম আউট পোস্টের ইনচার্জ উৎপল চন্দ তাঁর দলবল নিয়ে স্থানীয় জনৈক সহিদ আহমেদ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আট হাজারটি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন। পুলিশি অভিযানের আঁচ করে অভিযুক্ত সহিদ পালিয়ে গা ঢাকা দেওয়ায় তাকে ধরতে পারেনি অভিযানকারী দল। তবে তাকে ধরতে জাল বিছিয়েছে পুলিশ.। তাকে ধরতে পারেনি অভিযানকারী দল। তবে তাকে ধরতে জাল বিছিয়েছে পুলিশ।

উত্তর দিনাজপুরে কাফ সিরাপ সহ ধৃত বাংলাদেশি যুবক

হেমতাবাদ, ৮ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থেকে কাফ সিরাপ সহ ধৃত বাংলাদেশি যুবক। রবিবার ভোরে হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মকরাহাট এলাকায় থেকে বিএসএফের ১৭৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা গ্রেফতার করে ওই বাংলাদেশি যুবককে। এরপর বিএসএফ ওই বাংলাদেশি যুবককে হেমতাবাদ থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দেয়। আজই তাকে আদালতে পেশ করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের সীমান্ত থেকে এক পাচারকারী সীমান্তের ওপারে একটি ব্যাগ ভর্তি কাফ সিরাপ ছুড়ে ফেলে। এরপর বিএসএফ ভারতীয় যুবককে ধাওয়া করে ধরতে না পারলেও ওই পাড়ের বাংলাদেশি যুবককে ধরে ফেলে। এরপর বিএসএফ ওই বাংলাদেশি যুবককে হেমতাবাদ থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দেয়।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম মোহিদ হাকিম(২৬)। বাংলাদেশের হরিপুর থানার মাসুমগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। এদিন ধৃতকে জেরা করে তার বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। এরপর দুপুর ১২টা নাগাদ রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।
হেমতাবাদ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ধৃতের কাছ থেকে একটি কালো ব্যাগ সমেত ১০০টি কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। ভারতীয় ভূখণ্ডে যে পাচারকারী তাকে কাফ সিরাপ ছুড়ে দিয়েছে তার নাম জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

মেটেলিতে পালিত হল রাজবংশী একতা দিবস

চালসা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলিতে পালিত হল রাজবংশী একতা দিবস। রবিবার গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মেটেলি ব্লক কমিটির তরফে বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে এই দিনটি পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান হয়। রবিবার গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মেটেলি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে পালিত হল রাজবংশী একতা দিবস। এদিন সংগঠনের কর্মকর্তারা জিসিপি-র পতাকা উত্তোলন করেন। পাশাপাশি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য বিমল চন্দ্র রায়, জেলা সদস্য অনুকূল রায়, মেটেলি ব্লক কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।

ফের এসএসকেএম হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় রোগী ফেলে রাখার অভিযোগ

কলকাতা,৮ আগস্ট (হি. স.): একেই করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। অপরদিকে মাঝে মধ্যেই শহরের হাসপাতাল গুলোর বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে রোগী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এরই মাঝে ফের কাঠগড়ায় এসএসকেএম হাসপাতাল। রবিবার এসএসকেএম হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় রোগী ফেলে রাখার অভিযোগ।
প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে করোনা। এরই মাঝে এসএসকেএম হাসপাতালে গত পাঁচ দিন ধরে চিকিৎসা না করে রোগীকে ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, কিছুদিন আগেই মুর্শিদাবাদের এক বাসিন্দা বাড়িতে পড়ে গিয়ে ডান হাতের কবজি, বাঁ পায়ে চোট পেয়েছিলেন। এরপর চোট পেয়ে চিকিৎসার জন্য সে আসে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে বেড না মেলায় গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পড়েছিলেন হাসপাতালের জরুরী বিভাগের বাইরে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ এতদিন ধরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বাইরে পরে থাকলেও তার চিকিৎসা করেনি কেউ। তার জেরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে রোগীর পরিবার। যদিও অবশেষে ইতিমধ্যেই চিকিৎসা শুরু হয়েছে ওই রোগীর।

করোনায় আক্রান্ত মন্ত্রী অতুল বরা ভরতি গুয়াহাটি মেডিক্যালে

গুয়াহাটি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন অসমের কৃষি, উদ্যানশস্য, পশুপালন এবং সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা। আজ রবিবার ট্যুইট করে নিজেই এই খবর দিয়েছেন মন্ত্রী অতুল। ট্যুইটার হ্যান্ডলে মন্ত্রী অতুল বরা লিখেছেন, 'আমার শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। সামান্য লক্ষণও রয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমার সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সকলকে কোভিড টেস্ট করানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।'
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৫ আগস্ট মন্ত্রী অতুল বরা অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত এক বৈঠকে যোগ দিতে মিজোরামের রাজধানী আইজল গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং অসমের সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী। আইজল ক্লাবে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিজোরামের পক্ষে ছিলেন ওই রাজ্যের গৃহমন্ত্রী লালসামলিয়ানা, রাজস্বমন্ত্রী লালরোয়াতকিমা, মিজো ছাত্র সংগঠন মিজো জিরলাই পল (এমজেডপি)-এর প্রতিনিধিবর্গ সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকগণ।
এরপর ৭ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে কৃষি বিভাগের এক কার্যসূচিতেও মন্ত্রী অতুল বরা ছিলেন। পরবর্তীতে কৃষি বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন তিনি।

জঙ্গলমহলে পাড়ি মমতার

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.): সোমবার জঙ্গলমহলে পাড়ি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একুশে বিধানসভা ভোটের পর তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই এই প্রথম ঝাড়গ্রামে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ রাজ্যবাসী। কিন্তু এরই মাঝে সোমবার ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে বিধানসভা ভোটের পর তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই এই প্রথম ঝাড়গ্রামে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আগামীকাল যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ১৫ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভবনা ঃ আবহাওয়া দপ্তর

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : আজ রবিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। কলকাতা-সহ বেশ কিছু জেলায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ১৫টি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে।
কলকাতা ছাড়াও বৃষ্টি হবে দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। অন্য দিকে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের দু'এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
বৃষ্টি হলেও গরম খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর। রবিবার দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩২ ডিগ্রির কাছাকাছি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ৯৪ শতাংশ। সর্বনিম্ন পরিমাণ ৮৪ শতাংশ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই ৪টি যোগব্যায়াম

বিশ্বজুড়ে নানামুখী গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যোগব্যায়াম। দেহ ও মনের প্রশান্তির জন্য যোগব্যায়াম অতুলনীয় ভুমিকা রাখে।

আজকে জানাবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চারটি যোগব্যায়ামের কথা।

সেতুবন্ধ আসন

যোগব্যায়ামের এই আসনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। প্রথমে শুয়ে পড়ুন। এবার আস্তে আস্তে পা ভাঁজ করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে আপনার হাঁটু এবং গোড়ালি যেন একই রেখা বরাবর থাকে। হাত দুটো দুপাশে নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। এবারে আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে আপনার পিঠ উপরে তুলতে থাকুন। সেই সাথে হাত দুটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। এসময় আপনার পুরো শরীরের ওজন থাকবে আপনার কাঁধ, বাহু এবং পায়ের ওপর। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পিঠ আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন।

ধনুরাসন

প্রথমে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুদিকে উপরমুখি করে শরীরের দুপাশে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার হাঁটু বাঁকিয়ে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। হাত পেছনের দিকে নিয়ে এবার গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরুন। এসময় দুই হাঁটুর মাঝে অবশ্যই ফাঁক রাখবেন। এবার শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি দুটোকে নিতম্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং একই সাথে উরুও ফ্লোর থেকে উপরের দিকে উঠে যাবে। এসময় শোলডার ব্লেড পেছন দিকে চলে যাবে এবং বুক মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে দিন। এভাবে ৩ বার করুন। একবারে ছবির মতন হবে, আস্তে আস্তে আসনে আসার চেষ্টা করতে হবে।

ভুজঙ্গাসন

এ আসনটি শ্বেত রক্ত কণিকার নিঃসরণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন যাতে আপনার কপাল মাটি ছুয়ে থাকে। হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর আনুন। হাতের তালু নিচের দিকে রেখে হাত দুটোকে কাধের নিচে রাখুন। এবার শ্বাস নিতে নিতে আপনার হাত সোজা অবস্থায় নিয়ে আসুন যাতে আপনার বুক উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে উপরের দিকে তুলতে থাকুন (নাভি পর্যন্ত) যতক্ষণ না আপনার শরীরের উপরের অংশে একটা কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

উস্ত্রাসন

এই ব্যায়ামটি করার সময় নিচে নরম কাপড় দিয়ে নেবেন। প্রথমে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়ান। শরীরের দুপাশে হাত রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে প্রথমে এক হাত পরে দুই হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে বুক এবং পেট প্রসারিত করতে হবে। এসময় শরীরের ওজন হাত ও পায়ের ওপর থাকবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারেন। তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে এই সালাদ

স্বাস্থ্য নিয়ে বা ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকই এখন বেশ সচেতন। দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কৌশল হয়ে উঠেছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে বের করেছেন বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মেডিটেরিয়ান, কিটো ডায়েট।

অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন ডায়েট চার্টে বয়স, ওজন, শারীরিক অবস্থাভেদে। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যে ডায়েট তালিকাই মেনে চলুন না কেন। তবে সালাদ হলো ডায়েট চার্টের অন্যতম খাবার। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজির সালাদ খেয়ে থাকে। খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর সালাদ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

পুষ্টিকর সালাদ আপনার দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালরি সবকিছুর ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। অনেক পুষ্টিবিদদের মতে, সালাদ প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরে ১৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফাইবারের চাহিদা পূরণ করে।

আপনি যদি পুষ্টিকর সালাদ খেতে চান, তাহল টমেটোর সঙ্গে কিছু বাদাম ও ভিনেগার যুক্ত করতে পারেন। এ সালাদ আপনাকে ৩০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। পাস্তার সালাদ অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু পাস্তা দিয়ে তৈরি সালাদ আপনার ওজন হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি যোগানের সহায়তা করবে। স্ট্রবেরি ও পাস্তার সমন্বয়ে তৈরি করুন সালাদ। সঙ্গে যোগ করুন অলিভ অয়েল। এ সালাদ থেকে আপনি ৪০২ ক্যালরি, ১৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৭ গ্রাম ফাইবার পেতে পারেন।

পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টিকুমড়া, গাজর ও আদার সমন্বয়ে তৈরি সালাদ। মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এ তিন উপাদানের সালাদ প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাদ মানেই যে শুধু সবজির উপস্থিতি থাকবে, এমনটা ভুল।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাংসের উপস্থিতি থাকা দরকার। সালাদে চিকেন কিংবা গরুর মাংস আপনার ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করবে। প্রোটিনের চাহিদা আরো বাড়াতে চাইলে এর সঙ্গে যোগ করুন ডিম। হার্টের সুস্থতার জন্য সালাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অলিভ অয়েল। আবার আপনি চাইলে চিকেন ব্রেস্ট, ব্ল্যাক বিন, কর্ন, টমেটো, পেঁয়াজ একসঙ্গে করে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। এই সালাদ আপনাকে ৩০০ ক্যালরি ও ৩৪ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করবে। চিকেন দিয়ে আরেক ধরনের সালাদ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন চিকেন ব্রেস্ট, টমেটো, শসা ও পেঁয়াজের মিশ্রণে তৈরি করুন। এর সঙ্গে অবশ্যই পিপার যোগ করতে যেন ভুলবেন না। পিপারের কারণে সালাদটি খেতে সুস্বাদু লাগবে।

আমরা অনেকেই চিংড়ি খেতে পছন্দ করি। আর চিংড়ি দিয়ে তৈরি সালাদ কিন্তু খেতে দারুণ। এ সালাদ তৈরির আগে অবশ্যই চিংড়ি সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর লবণের স্বাদ আনতে পনির আর মিষ্টিভাব আনতে একটুখানি যোগ করতে পারেন কমলা। এ সালাদ আপনাকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। যারা এখনো এসব সালাদের কথা জানেন না, তারা আজ থেকেই ডায়েট চার্টে যুক্ত করতে পারেন ভিন্নধর্মী উপাদানে এসব সালাদ। হাতের নাগালেই আপনি এসব উপাদান পেয়ে যাবেন।

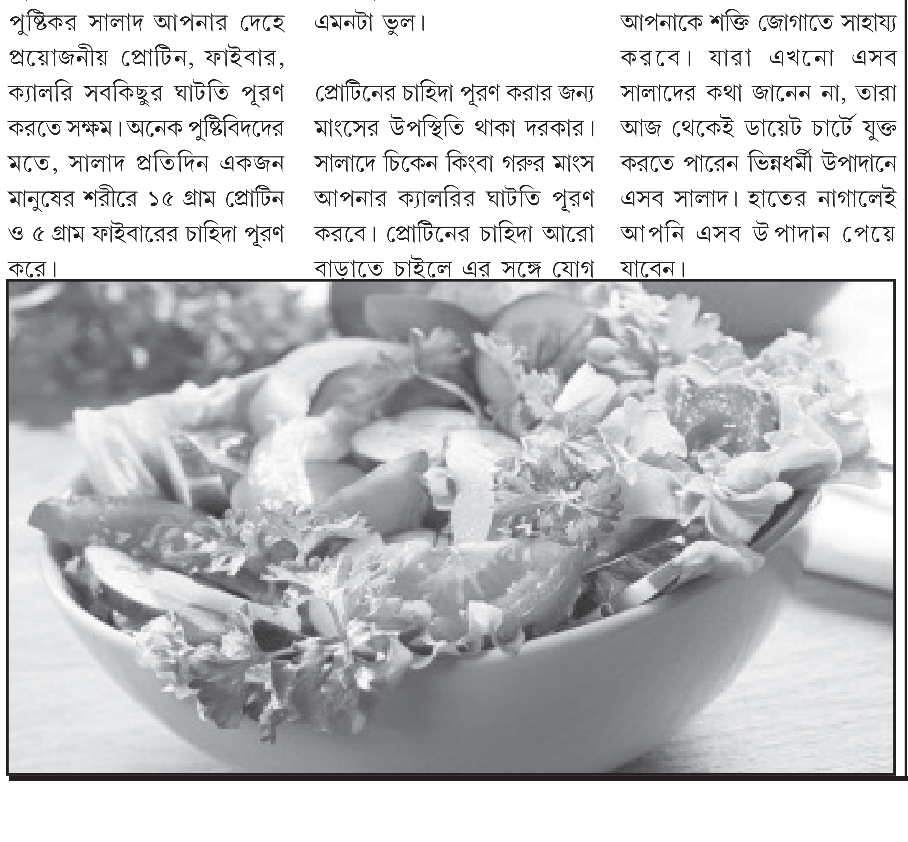

ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা

দধি বা দই প্রস্তুত করা হয় ব্যাক্টেরিয়ার গাঁজন হতে। এটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দইয়ে উপস্থিত ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস থ্রেমোফিলাস নামক দুটি ব্যাকটেরিয়া রোধ করে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।

আর পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, এটি হাড়ের রোগ নিয়ন্ত্রণেও কায্যকরী ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি থাকায়। প্রায় চার হাজার বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছে দই।

গবেষণায় বলছে, দইয়ে আছে রিবোফ্লভিন, পাইরডক্সিন, কোবালামিন ও ভিটামিন ডি। আর খনিজ উপাদানের মধ্যে রয়েছে জিংক, পিটাশিয়াম,ফসফরাস ও আয়োডিন। বাড়িতে দুধ থেকে সরাসরি বানিয়ে খাওয়া যায় দই।

এছাড়াও কোরমা, সালাদ অথবা মাংস রান্নার সুবাদে ভোজনবিলাসীর পাতে এনে দেয় ভিন্ন স্বাদ। দইয়ে রয়েছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা সহজে হজমে সহায়তা করার পাশাপাশি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে আরো রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ”ডি যেটি কাজ করে হাড়ের রোগ , অস্টিওপরোসিস ও আর্থারাইটিস নিয়ন্ত্রণে। এটা গ্যাস হলে এমনকি সর্দি হলে দইয়ের ঘোল পান করে মেলে উপকারিতা। কোষ্ঠকাঠিন্য , ডায়রিয়া, কোলন ক্যান্সার ও অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে কার্যকরী দই। আর ভিটামিন ডি কাজ করে পেটের ভিতর ঘাঁ সারাতে। তবে কিডনির সমস্যায় নিয়ম মেনে খেতে হবে দই।

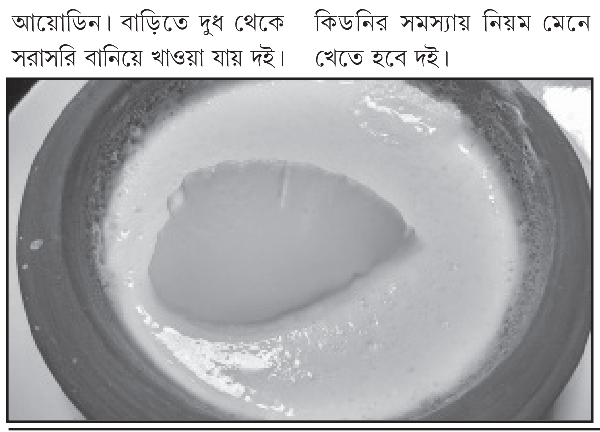

এই গুণে ভরা দারুচিনি

আমাদের কাছে রান্নার মসলা হিসেবে পরিচিত দারুচিনি আসলে গাছের ছাল। এই গাছের ছাল রান্নার স্বাদ আর গন্ধ বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা গুণে সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ভেষজ গাছটি যুগের পর যুগ বেশকিছু রোগ থেকে সুরক্ষিত করছে আমাদের। বিশ্বের সেরা সাত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে দারুচিনি। ঠান্ডা জনিত রোগ, পেশী সংকোচনের কারণে ব্যথা এবং শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে দারুচিনি। তাছাড়া রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতেও দারুণ কার্যকর। এছাড়াও দূর করে অ্যাসিডিটি সমস্যা।

পেটের সমস্যা দূর করে

দারুচিনির অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান পেটের ব্যথা দূর করতে অনেক কার্যকর। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে হজম ও গ্যাসের সমস্যাসহ প্রতিদিন টয়লেট হয় না। সেক্ষেত্রে আপনি রাতে ঘুমানোর আগে দারুচিনির সাথে হরিতকীর গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে বেশ উপকার পাবেন। আর যদি আপনি অ্যাসিডিটি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে দারুচিনির সাথে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

ক্যানসার প্রতিরোধক

দারুচিনিতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ডিএনএ নষ্ট হতে দেয় না ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী টিউমারের বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান দেয়। এছাড়াও দারুচিনিতে আছে সিনাম্যালডিহাইড নামক একটি উপাদান, যা লিউকোমিয়া ও লিমফোমা ক্যান্সার কোষের প্রভাব কমিয়ে ক্যানসার রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও ওজন কমাতে সাহায্য করে প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় দারুচিনি রাখলে তা ওজন কমাতে সাহায্য করবে। এছাড়া দরিুচিনিতে এমন কিছু উপাদান আছে যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে দেহের রক্ত তরল থাকতে সাহায্য করে দারুচিনি। মাত্র ২ ঘণ্টায় রক্তের মন্দ কোলেস্টরেলের পরিমাণ ১০ শতাংশ করে কমিয়ে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভুমিকা পালন করে।

অ্যালার্জির সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে দারুচিনিতে আছে এমন কিছু জীবাণুনাশক উপাদান যা ত্বকের চুলকানি, অ্যালার্জি ও বিভিন্ন সংক্রমণ রোধে দারুণ কাজ করে থাকে। ত্বকের কোথাও ফুলে গেলে, ব্যথা হলে, লালচে হয়ে গেলে দারুচিনির নির্যাসযুক্ত তেল সরাসরি ত্বকে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ব্রণ ও ফুসকুড়ি হলে দারুচিনির সঙ্গে মধু মিশিয়ে ত্বকে লাগালে ব্রণ ও ফুসকুড়ি দূর হবে।

ডাবের জলের এই ৬ উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়

ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে

ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে।

হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর

ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায়

অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায়

আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে

প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত।প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায়

আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে

পুষ্টির বড় একটি উতস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে

শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

লিভার ও অন্ত্র

ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এই ৪টি খাবার

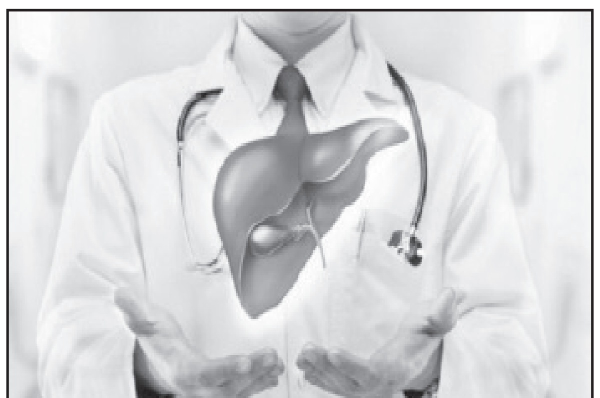

মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ লিভার। আমাদের দেহের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত এই লিভার। যেমন- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হজম শক্তি, মেটবলিজম, দেহে পুষ্টি জোগায়। লিভার যদি সুস্থথাকে তাহলে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়, রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের সকল অংশে পুষ্টি জোগায়। তাই লিভার সুস্থরাখার জন্য এমন কিছু খাবার খাওয়া উচিত, যা আমাদের লিভারকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখবে।

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে মৌলিক কিছু পরিবর্তন এনে লিভারকে সুস্থরাখা সম্ভব।

১. লেবু লেবুতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা দেহের লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং ডি লিমনেন উপাদান লিভারে এনজাইমকে সক্রিয় করে। তাছাড়া লেবুর ভিটামিন সি লিভারে বেশি করে এনজাইম তৈরি করে যা হজম শক্তির জন্য বেশ উপযোগী। লেবুর মিনারেল লিভারের নানান পুষ্টি উপাদানগুলো শোষণ করার শক্তি বৃদ্ধি করে। বাসায় লেবুজল পান করুন এবং যেকোন সময় পানের জন্য লেবুজল বানিয়ে রাখুন। প্রতিদিন লেবুজল পান করুন, চাইলে সাথে মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন।

২. সবুজ চা এন্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ সবুজ চা। কেটেচিন নামক এক প্রকার উপাদান রয়েছে, যা লিভারের সমস্যা দূর করে। সবুজ চা শুধু স্বাদেই মজা যে তা নয়, এটি ডায়েট এর জন্য সব থেকে ভাল খাদ্য। ৩. আপেল প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ১ টি করে আপেল রাখুন যা লিভারকে সুস্থ রাখবে। আপেলের পেক্টিন, ফাইবার দেহের পরিপাক নালী হতে টক্সিন ও রক্ত হতে কোলেস্টরোল দূর করে এবং সাথে সাথে লিভারকেও সুস্থ রাখে। আপেলে আছে আরও কিছু উপাদান- ম্যালিক এসিড যা প্রাকৃতিক ভাবেই রক্ত হতে ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে। যেকোন ধরণের আপেলই দেহের লিভারের জন্য ভালো। তাই লিভার সুস্থ রাখতে প্রতিদিন ১ টি করে আপেল খান।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিপ্রা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। ছবি নিজস্ব।

সামাগুড়ির খাটোয়ালে এনকাউন্টার ধরাশায়ী ড্রাগস মাফিয়া খাইরুল, আহত দুই পুলিশকর্মী

নগাঁও (অসম), ৮ আগস্ট (হি.স.) : ফের এনকাউন্টার। এবার নগাঁওয়ের সামাগুড়ি থানার অন্তর্গত খাটোয়াল এলাকায় পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা চালালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে সামাগুড়ি থানাধীন গেরুয়ামুখের বাসিন্দা খাইরুল ইসলাম নামের এক কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া। খাইরুলের উদ্যত তরোয়ালের আঘাতে আহত হয়েছেন খাটোয়াল ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার আলোক দত্তগুপ্ত। তাছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তাঁর গাড়ি চালক উৎপল বরুয়া। তাঁদের নগাঁওয়ে ভোগনবী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। উভয়ে সংকটমুক্ত বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ঘটনা আজ রবিবার ভোরের দিকে সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনার পর ভোরেই হাসপাতালে ছুটে যান পুলিশ সুপার আইপিএস আনন্দ মিশ্র। হাসপাতালে আহত দুই পুলিশ কর্মীর শারীরিক খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে পুলিশ সুপার জানান, দুষ্কৃতীরা যদি মনে করে এভাবে পুলিশের ওপর হামলা করে পার পেয়ে যাবে, তা-হলে তাদের ধারণা ভুল। তিনি বলেন, খাইরুল একজন কুখ্যাত দাগি অপরাধী। তাকে ধরতে মাত্র চার পুলিশ কর্মী নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। আনন্দ মিশ্র বলেন, নগাঁওয়ে পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদানের পর ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে যে সাঁড়াশি অভিযান তাঁরা চালিয়েছেন তা জারি থাকবে। তিনি বলেন, কোনও পুলিশ কর্মী ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য কাজ করেন না, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তাঁরা। সমাজকে দুষ্কৃতী ও অপরাধমুক্ত করতে নগাঁও তথা অসম পুলিশের অভিযান আরও কঠোর হবে।

এদিকে আজ সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী পুলিশ অফিসার আলোক দত্তগুপ্ত জানান, সদ্য জেল-ফেরত খাইরুল ইসলাম ফের ড্রাগস কারবারে জড়িত হয়ে পড়েছে বলে খবর ছিল তাঁদের কাছে। সে অনুযায়ী আরেক নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরের দিকে চার পুলিশ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে খাটোয়ালের গোপন ডেরায় হানা দেন তাঁরা। তাঁরা দেখেন খাইরুল সহ প্রায় তিন চারজন কিছু গুঁড়ো দ্রব্য কৌটোয় পুরছে। পুলিশ দেখে ড্রাগস মাফিয়ারা হাতে হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইত্যবসরে আচমকা খাইরুল তাঁর চিবুকে ঘুঁসি মেরে হাতের তরোয়াল নিয়ে গলায় কোপ বসাতে উদ্যত হয়। হাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে গেলে হাতে কোপ পড়ে। সে দৌড়ে পালাতে গেলে তিনি তাঁর সার্ভিস রিভলবার বের করে শুট করেন খাইরুলকে। এদিকে খাইরুল যখন তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে, তখন অপর এক দুষ্কৃতী তাদের পিস্তল দিয়ে তাঁর গাড়ি চালক উৎপল বরুয়াকে গুলি করে। তাঁর পায়ে সম্ভবত দুটি গুলি লেগেছে, বলেন পুলিশ অফিসার আলোক দত্তগুপ্ত।

তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ উৎপল বরুয়া এবং খাইরুলকে নগাঁও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে খাইরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করে পুলিশের গাড়ি চালক উৎপলকে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু করেছেন ডাক্তাররা। তিনিও হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। হাত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। চিকিৎসা চলছে, তাঁরা উভয়ে সংকটমুক্ত, জানান দত্তগুপ্ত।

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে গ্রিস-তুরস্ক, মৃত অন্তত ১০

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ ইউরোপের তুরস্ক থেকে গ্রিস একাধিক দেশ পুড়ছে দাবানলে। রবিবার সকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রিস। ঘরছাড়া কয়েক হাজার মানুষ। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। তাঁদের মধ্যে একজন দমকলকর্মী। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু।

গ্রিসে দাবদাহে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। এমন পরিস্থিতিতে তুরস্কের পর গ্রিসেও ছড়িয়েছে ভয়াবহ দাবানলে। শনিবার রাত থেকে ভয়াবহ আকার ধারণ করে এই দাবানল। দ্রুত এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে সকলকে। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ঘর ছাড়ছেন তাঁরা। শনিবার রাতেই প্রায় ২০০ জনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত কয়েকদিনে গ্রিসে মোট ১৫৪টি দাবানল শুরু হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৬৪টি নেভানোর চেষ্টায় রয়েছে গ্রিস। বহু এলাকা থেকেই মানুষদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয়েছে হেলিকপ্টার, বিমানও। ইতিমধ্যে তিনশো দমকল, ৩৫টি ফায়ার ট্রাক, দশটি বিমান আগুন নেভাতে পারছে না। উদ্ধার কাজে নেমেছে সে দেশের সেনা। এই পরিস্থিতির জেরে বর্তমানে গ্রিসের গড় তাপমাত্রা ৪২ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ১৯৮৭ সালের পর থেকে সেখানে এত গরম কখনও পড়েনি।

কাশ্মীরে জামাতের ডেরায় ব্যাপক নাকাতল্লাশি এনআইএ-র

জম্মু, ৮ আগস্ট (হি.স.) : উপত্যকায় নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির বিরুদ্ধে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাতে জঙ্গিদের আর্থিক মদত জোগানোর অভিযোগ রয়েছে। রবিবার সকালে শ্রীনগর-সহ ১৪ জেলার ৪৫ জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে এনআইএ।

পাকিস্তানপন্থী এবং বিচ্ছিন্নতাকামী অবস্থানের জন্য ২০১৯ সালেই জামাত-ই-ইসলামি সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু নতুন করে উপত্যকায় সংগঠনটির সক্রিয়তা বাড়ছে বলে সম্প্রতি গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়। তাতেই জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপি জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে রবিবার সকালে তল্লাশি অভিযানে নামেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। উপত্যকার পুলিশ সূত্রে খবর, শ্রীনগর, বদগাম, বারামুল্লা, কুপওয়ারা, বন্দিপোরা, অনন্তনাগ, সোপিয়ান, পুলওয়ামা, কুলগাম, ডোডা, কিস্তওয়ার, রাজৌরি-সহ একাধিক জেলায় তল্লাশি চলছে।

এর আগে, গত ৩১ জুলাই উপত্যকার ১৪টি জায়গায় হানা দেন জাতীয় তদন্তকারীরা। তাতে লস্কর-ই-মুস্তাফার শীর্ষ নেতা হিদায়াতুল্লা মালিককে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণ আইডি।

ভারতের প্রথম মহিলা বিমান চালক সরলা ঠুকরালের জন্মদিনে বিশেষ ডুডল গুগলের

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের প্রথম মহিলা বিমান চালক সরলা ঠুকরালের ১০৭ তম জন্মদিনে গুগুলের বিশেষ সার্চ ইঞ্জিন ডুডলে শ্রদ্ধা জানাল গুগল। সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা গত বছরই ভারতে সরলা ঠুকরালকে সম্মান জানিয়ে এই একই ডুডল তৈরির পরিকল্পনা করেছিলাম। তবে কেরলে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার পরে ওই ডুডল প্রকাশ স্থগিত রাখি। যদিও আমরা সাধারণত একাধিকবার ডুডল চালাই না, তবুও ঠুকরালের সম্মানে এই বছরও ডুডলটি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

১৯১৪ সালে দিলিতে জন্মগ্রহণ করেন সরলা ঠুকরাল। পরে তিনি বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে চলে যান। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা পাইলট। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি বিমানের পাইলট হিসাবে লাইসেন্স অর্জন করেছিলেন এবং একটি বিমান একাই চালিয়েছিলেন। প্রাথমিক লাইসেন্স পাওয়ার পর লাহোর ফ্লাইং ক্লাবের মালিকানাধীন ওই বিমানটিকে এক হাজার ঘণ্টা চালিয়েছিলেন।তাঁর স্বামী পি ডি শর্মার এমন একটি পরিবারে জন্ম হয়েছিল যেখানে পরিবারের ৯ জন পাইলট ছিলেন।

ভারতের নেতৃত্বে আফগানিস্তান নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে ডাক না পেয়ে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ৮ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ডাক পেল না পাকিস্তান। ১৫ সদস্যের কাউন্সিলের এই বৈঠকে আফগানিস্তানের 'নিকটতম প্রতিবেশী'কে কেন ডাকা হল না তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করল পাকিস্তান। সেদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতি প্রকাশ করে এই বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে।

বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ পাকিস্তান। তাদের মতে, যেহেতু তারা আফগানিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী, তাই এই ওই দেশে শান্তি ফেরাতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করা জরুরি ছিল। উল্লেখ্য, বৈঠকে কেবল ভারত নয়। আফগানিস্তানও পাকিস্তানকে দায়ী করেছে তালিবানদের সাহায্য করার জন্য।

এদিকে বৈঠকে ভারত অভিযোগের আঙুল তুলেছে পাকিস্তানের দিকেই। যেভাবে পাকিস্তান তালিবানের মতো অসংখ্য জঙ্গি গোষ্ঠীর 'স্বর্গ' হয়ে উঠেছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছে নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছেন, ''আফগানিস্তানে শান্তি ফেরাতে জঙ্গিদের নিরাপদ স্বর্গ ও অভয়ারণ্যকে অবিলম্বে ধ্বংস করতে হবে।'' তিনি পরিষ্কার বলেন, আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলিতে সন্ত্রাসবাদ চলতে দেওয়া চলবে না। নাম না করলেও বুঝতে সমস্যা হয় না তিনি পাকিস্তানকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন।

এক মাসের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ভারত। ২০২১-২২ সালে প্রথমবারের জন্য এই দায়িত্ব নিল ভারত। ফ্রান্সের হাত থেকে ১ আগস্ট ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তার পরিষদের সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতের কার্যকাল শুরু হয়েছে ২ আগস্ট থেকে। তারপরই টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছিলেন যে ভারত কখনই দায়িত্বপালনে ভয় পায় না। বরাবারই সন্ত্রাসবাদ-সহ একাধিক ইস্যুতে সক্রিয় ভারত। প্রথম থেকেই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী আগ্রাধিকার বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

লেকটাউনে বৃদ্ধা খুনের পুনর্নির্মাণ পুলিশের

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই কিছুদিন আগেই বাঙ্গুর বি ব্লক থেকে এক বৃদ্ধার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। এরপরেই বৃদ্ধা খুনে ঘটনার তদন্ত শুরু করে করে লেকটাউন থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই বৃদ্ধা খুনের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার বৃদ্ধা খুনের পুনর্নির্মাণ করার জন্য অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ।

একই করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। কিন্তু করোনা আতঙ্কের মাঝেই কিছুদিন আগেই বাঙ্গুর বি-ব্লকে এক বৃদ্ধার মৃত্যু কাঁপিয়ে দিয়েছিল শহরবাসীকে। জানা যায় ওই মৃত বৃদ্ধার নাম দীপা মুখোপাধ্যায়। গত ২১ জুলাই বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ঘটনার তদন্তে নেমে ৩১ জুলাই লেকটাউন থানার পুলিশ উত্তরপ্রদেশ থেকে অভিযুক্ত দীনেশ প্রসাদকে গ্রেফতার করে। এরই মাঝে আজ রবিবার ধৃতকে নিয়ে পুলিশ বাঙ্গুরে ওই বৃদ্ধার ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য। পুলিশের সামনে ওই ধৃত দেখায় কিভাবে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে বৃদ্ধাকে খুন করেছিল। এই খুনের ঘটনায় আর কারা জড়িত ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যুদ্ধবিমান থেকে বোমাবর্ষণ আমেরিকার, হত ২০০ তালিবান জঙ্গি

কাবুল, ৮ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানে তালিবানের উপর জোরদার হামলা চালাল আমেরিকা। বায়ুসেনার হামলায় দুশোরও বেশি তালিবান জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। মন্ত্রক টুইট করে জানিয়েছে, 'শেবেরগান শহরে বিমান হামলায় দুশোর বেশি জঙ্গি নিহত হয়েছে। ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তাদের বেশ কয়েকটি গোপন ডেরা।'

শনিবার রাতেই হামলার তেজ বাড়িয়েছে আফগান সেনা। জঙ্গিদের গোপন ডেরা খুঁজে সেগুলি ধ্বংস করার কাজ শুরু হয়েছে তারা। সাঁড়াশি আক্রমণের কৌশল হিসাবে তাদের সহযোগিতা করার জন্য বায়ুসেনাকে কাজে লাগিয়েছে আমেরিকা।

আফগান সেনা গোপন সূত্রে খবর পায় জওজান প্রদেশের শেবেরগান শহরে কয়েকশো জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। তার পরই বিমানহানা চালানো হয়। আমেরিকার বি-৫২ বিমান পর পর বোমাবর্ষণ করে জঙ্গিদের গোপন ডেরা লক্ষ্য করে। তাতেই দুশোরও বেশি জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে কাবুল।

মহানগরীতে ফের উদ্ধার ভুয়ো নীলবাতি লাগানো গাড়ি

কলকাতা,৮ আগস্ট (হি. স.): সরকারি নথি জাল করে কসবার ভুয়ো ভ্যাকসিন ক্যাম্প নাড়িয়ে দিয়েছিল শহরবাসীকে। কসবা কাণ্ডের পর থেকেই শহরের রাস্তায় ধরা পড়েছে ভুয়ো নীল বাতিওয়ালা বহু গাড়ি। বর্তমানে সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্যজুড়ে রাতে কড়া তল্লাশি চলায় অত্যন্ত তৎপর কলকাতা পুলিশ। ফের রাতের শহরে মহানগরীতে উদ্ধার নীলবাতি লাগানো গাড়ি।

গত বছর মার্চ মাস থেকে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছ অদৃশ্য এই ভাইরাস। এরই মাঝে বর্তমানে সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্য জুড়ে চলছে বিধি-নিষেধ। শহরের রাস্তায় জারি হয়েছে নাইট কার্ফু। যার জেরে জোর কদমে চলছে পুলিশি তল্লাশি। এরই মাঝে গতকাল গভীর রাতে ফের নীলবাতি লাগানো গাড়ি উদ্ধার। গতকাল রাতে পার্কস্ট্রিট এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় উদ্ধার হয় ওই গাড়ি। গাড়িতে নীল বাতি লাগানো দেখেই পুলিশের তরফে জিজ্ঞাসা করা হয় গাড়ির চালককে। কিন্তু কি কারণে গাড়িতে নীল বাতি লাগানো তা সদুত্তর দিতে পারায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নীলবাতি।

ভারতের সমালোচনায় পাকতিয়া প্রদেশের চমকানির গুরুদ্বারে 'নিশান সাহিব' ফেরাল তালিবান

কাবুল, ৮ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের তীব্র সমালোচনার পরে শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পতাকা 'নিশান সাহিব' ফেরাল তালিবান।পাকতিয়া প্রদেশের চমকানির গুরুদ্বারের ফের গতকাল রাতে তালিবান প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের সেই ধর্মীয় পতাকা ফের স্থাপিত করেছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে পূর্ব আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের চমকানির গুরুদ্বারে গিয়ে সেখানকার কেয়ারটেকারকে প্রথমে চোটপাট করে কয়েকজন তালিবান। এই গুরুদ্বারে এসেছিলেন স্বয়ং গুরু নানক। শিখদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এই ধর্মস্থানের 'নিশান সাহিব' জোরজবরদস্তি নামিয়ে গুরুদ্বারের পাশে একটি গাছে বেঁধে দেয় তারা। তালিবান দলের প্রত্যেকের সঙ্গেই অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলে তাদের সঙ্গে কোনও বাকবিতণ্ডায় যাননি বলে পরে জানিয়েছিলেন কেয়ারটেকার। বিষয়টি জানার পর গতকালই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছিল নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, ''আফগানিস্তানে শান্তি বজায় রাখতে সে দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা জরুরি।'' তার পরেই আজ জানা গিয়েছে, কাল রাতে ফের ওই গুরুদ্বারে আসে এক তালিবান প্রতিনিধিদল। গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ ক্ষণ কাথাবার্তা বলে তারা। তার পরে গুরুদ্বারের কেয়ারটেকারকে ডেকে নির্দেশ দেয়, 'নিশান সাহিব' যথাস্থানে রেখে আসতে। যাওয়ার আগে তারা আরও বলে যায় এলাকার শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের ধর্মীয় রীতি মেনে এই গুরুদ্বারে আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারবেন। তালিবান তাতে কোনও বাধা দেবে না।

ই-মেলে বিস্ফোরণের হুমকি, দিল্লি বিমানবন্দরে জারি হাই অ্যালার্ট

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকির জেরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করা হয়েছে। কারণ মেল মারফত আল কায়েদা জঙ্গি গোষ্ঠীর তরফে বিমান বন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এসেছে। ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, হুমকি সম্পর্কে তাদের অবগত করেছে পুলিশ। ই-মেলে দাবি করা হয়েছে, রবিবার করণবীর সুরি ওরফে মহম্মদ জালাল এবং তার স্ত্রী শেলি সারদা ওরফে হাসিনা সিঙ্গাপুর থেকে দিল্লি আসছে। তারা বিমানবন্দরের কোথাও বোমা রেখে যাবে।

পুলিশের দাবি, এ ধরনের মেল এই প্রথম নয়। এর আগেও এই দু''জনের নাম দিয়েই হুমকি এসেছিল। তবে তা সত্ত্বেও কোনওমতেই হালকাভাবে নিতে নারাজ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বিগুণ আঁটোসাঁটো করা হয়েছে সর্বত্র। নিরাপত্তা কর্মীরা হাই অ্যালার্টে আছেন। এদিকে হুমকি দেওয়া মেলটি কোথা থেকে এল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার হামলার হুমকি সম্বলিত ফোন কল এসেছিল মুম্বই পুলিশের কাছে। হুমকিতে বলা হয়, অমিতাভ বচ্চনের জুহুর বাংলো সহ মুম্বইয়ের তিনটি স্টেশন এবং বাসস্টপে বোমা বিস্ফোরণ করা হবে। পরে অবশ্য সেই ফোন কলটি ভুয়ো বলে জানা যায়। কিন্তু আচমকাই পরপর বিস্ফোরণের হুমকিতে চিন্তার ভাঁজ গোয়েন্দা দফতরের কপালে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পূজারী : স্বাধীনতার ৪১ বছর আগে যে জাতীয় পতাকা উড়েছিল কলকাতার মানিকতলার ১৪নং পার্শিবাগান স্কোয়ারে

কলকাতা, ৮ আগস্ট (হি.স.) : লক্ষ লক্ষ প্রাণের বলিদান অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ ব্রিটিশ শাসনের থেকে শৃঙ্খলা মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। প্রতিবছর দেশজুড়ে আরবের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকি। ফুল- মালা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতি সাজিয়ে তুমি। জাতীয় সংগীত ও রাষ্ট্র গানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

এমন এক উৎসব আনন্দের মুহূর্তে আমরা কি ওই বীর সেনানীদের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম, তা নিয়ে মেতে উঠি। কিন্তু কখনো কি ভাবি, এদের মাঝেও এমন মানুষও আছেন, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সমানভাবে অবদান রেখে গেছেন। অথচ ইতিহাসের পাতায় ব্রাত্য হয়ে থেকে গেছেন। শুধু তারা নয়, তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও বসতভূমিও হারিয়ে গেছে ইতিহাসের শেষ পাতায়, লোকচক্ষুর আড়ালে। এমনই ১ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানীদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এক বসত বাড়ির কাহিনী আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের পূজারী শীর্ষক প্রতিবেদনে তুলে ধরবো।

আমরা সকলেই জানি, ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ওই দিন আমরা শ্রদ্ধা সম্মান এর সঙ্গে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকি। কিন্তু এরও ৪১ বছর আগে ১৯০৬ সালে ৭ আগস্ট কলকাতা মানিকতলা ১৪ নম্বর পাঁচটি বাগান স্কোয়ার যার বর্তমান নাম পার্শিবাগান লেন, এই বাড়িতেই তৎকালীন সময়ে দেশের প্রথম স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। যদিও তৎকালীন সময়ের স্বাধীনতার পতাকা বর্তমান জাতীয় পতাকার মতো ছিল না। সে সময় জাতীয় পতাকা তিরঙ্গা পতাকা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে। এই বাড়ি ইতিহাস হয়তো বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা। কেননা এই বাড়ি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ইতিহাসের অলক্ষী থেকে যায়।

আমাদের স্বাধীনতার ৪১ বছর আগে যে জাতীয় পতাকা উড়েছিল কলকাতার মানিকতলার ১৪নং পার্শিবাগান স্কোয়ারে (বর্তমানে পার্শিবাগান লেন), সেই খবর কজন জানেন? অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সাথে যৌথভাবে বসু পরিবারের সদস্যরা এই অখন্ড ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই পতাকাও ছিল দেখতে অন্যরকম। লেখা ছিল "বন্দে-মাতরম"। ইংরেজ শাসন কালে এই ঘটনা গল্প মনে হলেও আসলে সত্য ঘটনা জানালেন চন্দ্রকেতু বসু। ঐ সময়কার প্রতিপত্তিশালী বাঙালী চন্দ্রশেখর বসু। তার চার সন্তানই বিখ্যাত — শশীশেখর বসু, রাজশেখর বসু, কৃষ্ণশেখর বসু এবং গিরিন্দ্রশেখর বসু। দ্বারভাঙ্গাতে শৈশব কাটানোর পরে এঁনাদের স্থায়ী ঠিকানা হয় ঐ পার্শিবাগানের বাড়িটি, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার পর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়েন গিরীন্দ্র শেখর বসু। দাদা কৃষ্ণ শেখর বসু ছিলেন নদীয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান, রাজশেখর বসু ছিলেন — লেখক ও "চলন্তিকা" —র স্রষ্ঠা, অভিধানকার ও রসায়ণবিদ। এই বাড়ির লাগোয়া পাঁচিল ঘেসেঁই তৈরী হয় অনুশীলন সমিতি, বিপ্লবীদের যাবতীয় খরচ দিতেন আর বোমা তৈরীর রসায়ণ শেখাতেন স্বয়ং রাজশেখর বসু। এখানে এখানে নিয়মিত আসতেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিধান চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম, এমনকি রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৬ সালের ৭ আগষ্ট এই ১৪ নং পার্শিবাগানের বাড়িতে প্রথম জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল বলে আজও ঐ দিনটা স্মরণ করে অনুষ্ঠান করা হয়।

১,২৯৬ বোতল কাফ সিরাপ ও ১০০৮০টি নেশার ট্যাবলেট সহ শিলিগুড়ি থেকে গ্রেফতার ২ জন

শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : পুলিশি তল্লাশিতে ফের বাজেয়াপ্ত বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ ও ট্যাবলেট। রবিবার ১,২৯৬ বোতল কাফ সিরাপ এবং ১০০৮০টি ট্যাবলেট সহ দু'জনকে গ্রেফতারর করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ওই নেশার সামগ্রীর বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার ভোরে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণীর একটি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশার সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা হল শিলিগুড়ির নিউ পাল পাড়ার বাসিন্দা দীপক পাল ও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দা গণেশ সাহা। ধৃতদের কাছ থেকে ১,২৯৬ বোতল কাফ সিরাপ এবং ১০০৮০টি ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ওই নেশার সামগ্রীর বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীপক পাল গাড়ি রাখার কথা বলে রবীন্দ্রনগরে ওই গোডাউনটি ভাড়া নিয়েছিল। অভিযুক্তের ওষুধের ব্যবসা রয়েছে। আর সেই ব্যবসার আড়ালেই নেশার ওষুধ বিভিন্ন জায়গায় পাচার করত সে। এক্ষেত্রে গণেশ সাহা তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করত। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে নিয়ে আসা হত ওই নেশার সামগ্রীগুলি। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, এদিনই তাদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

গরীব দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি কোচিং টিম মান্নাত সামাজিক সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৮ আগস্ট।। উত্তর জেলার পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত এলাকা যুবরাজ নগর বিধানসভার মঙ্গলখালী এলাকায় গরীব দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ফ্রী কোচিং এর ব্যবস্থা করলো মনসুর আলী ফাউন্ডেশন একাডেমির 'টিম মান্নাত' সামাজিক সংস্থা। উক্ত এলাকায় শিক্ষক স্বল্পতা সহ প্রয়োজনীয় পাঠদানের পরিকাঠামো না থাকায় টিম মান্নাত সামাজিক সংস্থাটি ফ্রি কোচিং এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলো।আজ দুপুর নাগাদ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফ্রি কোচিং এর শুভ সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনসুর আলী ফাউন্ডেশন একাডেমির টিম মান্নাত সামাজিক সংস্থার সকল সদস্য সহ সরকারি স্কুল শিক্ষক ও অত্র এলাকার সুনাগরিক গন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মঙ্গলখলী এলাকাটি প্রত্যন্ত ও গরিব অংশের মানুষের বসবাস। আর তাতে অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা সঠিক ভাবে শিক্ষার আলো পাচ্ছে না।

করোনা টিকাকরণ ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হওয়ায় ধন্যবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ আগস্ট।। সারা দেশের মধ্যে করোনা টিকাকরণে রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করায় রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে ও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্সনগর মন্ডলের পক্ষ থেকে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা দক্ষিণ জেলার সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য মহোদয় ও বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য বাহারুল ইসলাম মজুমদার. ,জেলার সহসভাপতি তফাজ্জল হোসেন মহোদয়, মন্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা মহোদয়,মন্ডল সহ-সভাপতি শ্যামল কান্তি দাস মহোদয়,ব্লক চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার মহোদয়,মন্ডল কোষাধ্যক্ষ সন্দীপ কুমার সিংহ মহোদয় ও বক্সনগর যুবমোর্চার মন্ডল সভাপতি জিমুল হক মাইনোরুটি মোর্চা বক্সনগর মন্ডল সভাপতি নজরুল ইসলাম সহ অন্যনা নেতৃত্ব রা।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে হেল্পিং হ্যান্ডস এর রান্না করা খাবার বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ৮ই আগস্ট।। সামাজিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসলো উদয়পুরের হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। রবিবার শতাধিক মানুষের মধ্যে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজন হিসেবে রান্না করা খাবার বিতরন করলো হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আজ দরিদ্র, অসহায়, ক্ষুধার্ত এবং শ্রমজীবী অংশের মানুষের মধ্যে রান্না করা খিচুরি ও চাটনি বিতরন করা হয় সংস্থার তরফে। আজ দপুরে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনী এলাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সোসাইটির সম্পাদক জয়দীপ পোদ্দার, সহ সম্পাদক শুভ্র শেখর নাগ, প্রতিষ্ঠাতা তথা কোষাধ্যক্ষা সহ সদস্য- সদস্যরা। সামাজিক কর্মকাণ্ডে বছরের প্রতিনিয়তই নানান সামাজিক ও সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে জড়িত রাখেন হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। আজ এই কর্মসূচিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পড়ে খাবার পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্যরা। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে কেবলমাত্র সংস্থার সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে আগামীদিনেও এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি করা হবে বলে হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটিরপক্ষ থেকে জানানো হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পৃথক যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগস্ট।। যান দুর্ঘটনা আহত হয়েছেন দুইজন। ঘটনার বিশালগড় থানার অন্তর্গত সিপাহীজলা নৌকাঘাট এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উদয়পুর থেকে দুই বন্ধু অজয় দাস ও প্রসেনজিৎ পাল বাইক চেপে আগরতলা বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবার পথে একটি মারুতি গাড়ি নৌকাঘাট এলাকায় ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে দুই বন্ধু। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে খবর পাঠায় বিশালগড় দমকল কর্মীদের। তারা ছুটে গিয়ে আহত ২ যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে জানা যায় আহতদের মধ্যে প্রসেনজিৎ পালের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক প্রসেনজিৎ পালকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে জানা যায় দুজনের বাড়ি আগরতলা ভট্ট পুকুর এলাকায়।

ফেরা যান দুর্ঘটনা আহত এক বৃদ্ধ বয়স্ক লোক। ঘটনা বিশালগড় বিডিও অফিসের সামনে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার ৭ঃ৩০ মিনিট নাগাদ নারায়ন আচার্য (৭০) রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সময় একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ বাড়ির লোকজনের। কি গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে তা সঠিক বলতে পারছেন না।বর্তমানে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতাল থেকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

ছাত্র সংগঠন আইসা'র উদ্বেগ প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশে

আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন তথা আইসা'র উদ্বেগ প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে,

আমরা অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিট গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি নোটিশ জারি করেছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেমিস্টার পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণ করার জন্য। যেখানে আমরা দাবি করছি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমস্ত ধরনের পরীক্ষা বাতিল করে তাদের পূর্ববর্তী সেমিস্টার এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোট করে দেয়া হোক। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির দরুন সারাদেশ জুড়ে করোনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং রাজ্যেও সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং মৃত্যুসংখ্যা উল্লেখ্যনীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে।

এই অবস্থায় আমাদের রাজ্যের সমস্ত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ আছে। স্কুল, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধরনের পঠন-পাঠন হয়নি। সেমিস্টার পরীক্ষার সিলেবাস পর্যন্ত অনেকেই জানেনা এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত নয় বলে আমাদের জানিয়েছেন। আমরা আমাদের সংগঠনের থেকে প্রথম থেকেই দাবি করে আসছি, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সিলেবাস অনুসারে পড়াশোনা হয়নি, ছাত্রছাত্রীরা তাদের সিলেবাস জানেনা কিংবা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর কি করে লিখবে সেই সম্পর্কে তারা প্রস্তুত নয়। তাই সেখানে কেবলমাত্র ষষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষা নেওয়া নেহাতই স্বৈরাচারী-তুঘলকী সিদ্ধান্ত চাপানো ছাড়া আর কিছু হবেনা। তাই আমরা দাবি করছি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এর অধীনে কলেজগুলোতে এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষা না নিয়ে সরাসরি তাদেরকে প্রমোট করতে হবে। আমরা দেখেছি বিগত দিনে যে অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল অনেক ছাত্রছাত্রীরা সেখানে অনলাইনে পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর-পিডিএফ আপলোড করতে পারেনি কিংবা অনেকেই ইমেইল করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন এই ধরনের অভিযোগ এসেছে। ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী এলাকা, পাহাড়ি এবং গ্রাম এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা নেই বললেই চলে। বেশ কিছুদিন ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা ভেঙ্গে পড়েছে গোটা রাজ্যে। এমতাবস্থায় যদি অনলাইনে পরীক্ষা হয় তাহলে রাজ্যের প্রান্তিক এলাকা থেকে উঠে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি যে সমস্ত ধরনের পরীক্ষা বাতিল করে তাদের পূর্ববর্তী সেমিস্টার এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোট করে দেয়া হোক। আইসার দাবির পরে ৫০ু ফি চার দিয়েছে আমরা ১০০ু মকুব করতে হবে যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমাদের দাবির ভিত্তিতে কেবলমাত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের সবাইকে পরবর্তী উত্তীর্ণ করে দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আমরা দাবি করছি ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষেত্রেও সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রমোট করতে হবে।

গত ১লা আগস্ট ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্নাতক এবং ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার ডিগ্রীর জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির জন্য মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণীর নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট লিস্ট তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভর্তি গ্রহণ করবেন। সবাই অবগত আছেন বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্যের রাজধানী এবং বড় বড় শহরগুলোর কিছু স্বনামধন্য বিদ্যালয় ছাড়া পরীক্ষায় ভালো নম্বর পায়না ছাত্রছাত্রীরা।এবারের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা না হওয়ার দরুন রাজধানী এবং বড় বড় শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব সহজে নাম্বার প্রাপ্ত করেছে। এবছর এন্ট্রান্স পরীক্ষা না হলে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের গ্রাম এবং পাহাড় তথা পিছিয়ে পড়া জাতি-উপজাতি অংশের ছাত্র-ছাত্রীরা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি শিক্ষা লাভ করা করা থেকে বঞ্চিত হবে এন্ট্রান্স পরীক্ষা হলে কমপক্ষে ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হলে নিজেদের সাধারণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা পরীক্ষামূলকভাবে দেখার সুযোগ পাবে। অথচ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম এবং পাহাড়ি এলাকা তথা পিছিয়ে পড়া অংশের ছেলেমেয়েদেরকে বঞ্চিত করার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা না নিয়ে সরাসরি নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করতে চাইছে। এতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মেহনতী অংশের মানুষের ছেলেমেয়েরা গ্রাম-পাহাড়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কিংবা অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবেন বলে আমরা মনে করি তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্নাতক এবং টিকেটের মাস্টার ডিগ্রি ভর্তির ক্ষেত্রে তোতা মাস্টার ডিগ্রি বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য অতি অবশ্যই প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে ভর্তি করতে হবে এতে করে বিশ্ববিদ্যালয় ধারাবাহিক সুনাম এবং মনে হতো পরিকাঠামোর পরিচয় জনসমক্ষে উঠে আসবে বলে আমরা মনে করি। তাই আমরা এমতাবস্থায় দাবি করছি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও সুগম করার প্রশ্নে সুসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ আগস্ট।। গতকাল চুরি হওয়া ১৫০ সি সি টিআর-০৭-৯১৮২ নম্বরের পালসার বাইকটি সন্ধা ৭.৩০ মিনিটের সময় কলসীমুড়া জয়নাল মিয়ার বাড়িতে থেকে আমজনতা এবং কলমচৌড়া থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে বাইক চোর বাছির মিয়াকেও ধরতে সক্ষম হয়েছে।পুলিশের তৎপরতায় এলাকার লোকজন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এফিডেভিট

আমি Binasri Bhaumik আজ 8 Dec. 2014 খোয়াই ত্রিপুরা নোটারি এফিডেভিট মূলে Binasree Bhowmik (Deb Sarkar) নামে পরিচিত হইলাম। "Binasri Bhaumik", "Binasree Bhowmik", Binasree Bhowmik (Deb Sarkar)" এই নামগুলি একই ব্যক্তির। তাই আজ থেকে আমি Binasree Bhowmik (Deb Sarkar) হিসাবে পরিচিত হইলাম।

স্বাক্ষর
Binasree Bhowmik (Deb Sarkar)

মুখোশ

● আটের পাতার পর

বার বারই দেখা গেছে সুদীপের মাথার উপরের অংশে কাপড় ভিজিয়ে লাগানো হচ্ছিল। কিন্তু আজ সকালে দেখা যাচ্ছে তাঁর মাথার অন্যদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। তাতে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আদৌ তিনি মাথায় তেমন আঘাত পেয়েছেন, না সবই সাজানো।

এ-বিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, আমরা হামলার রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখি না। সিপিএমের দোসর তৃণমূল কংগ্রেস হামলার রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখে। তাঁরা সিপিএমের কাছ থেকে সেটা রপ্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে দমন-পীড়নের সাহায্যে শাসন কায়েম রেখেছে তারা। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একাংশ পরিযায়ী নেতা-নেত্রী লাগাতার চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁরাই রাজ্যের শান্তির পরিবেশ অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করছেন। তবে, তাঁদের সমস্ত চক্রান্ত শক্ত হাতে মোকাবিলা করবে বিজেপি। কারণ, ত্রিপুরার মানুষ বিজেপির পাশে রয়েছেন, দাবি করেন তিনি।

জামাতা

● প্রথম পাতার পর

করেন। তখন উনার দুই শ্যালক ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে দিবাকর বাবু ধারালো ছুরি নিয়ে দুই শ্যালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ছুরি দিয়ে আঘাত করে।

এতে গুরুতর আহত হয় দুই শ্যালক।এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কৈলাশহর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ওই দুই যুবককে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত দীপঙ্কর মালাকারকে কৈলাশহর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে কৈলাশহর থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনার বিষয়ে কৈলাশহর থানায় একটি মামলায় লিপিবদ্ধ হয়। কৈলাশহর থানার পুলিশ দিবাকর মালাকারকে আদালতে সোপর্দ করেছে।

গৌতম দাস

● প্রথম পাতার পর

প্রবেশ করেই আগুন দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য শর্ট সার্কিট হলে এতো তাড়াতাড়ি আসবাব পত্রে আগুন ছড়াতো না। পেট্রোল বা কেরোসিনের মতো দাহ্য পদার্থ ঢালার ফলেই আগুন এতো তাড়াতাড়ি ছড়িয়েছে। এই পার্টি অফিসের সংলগ্ন দোকানগুলিতে যদি আগুনের লেলিহান শিখা গিয়ে পৌঁছতো তাহলে আশপাশের দোকান ও বাড়ি ঘরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হতো। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে আশপাশের দোকানপাট।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন এই অগ্নিকান্ডের ঘটনার সাথে বিজেপির দুস্কৃতিরা জড়িত। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি কমলপুরে সিপিএমের নেতা কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায়ও বিজেপির দুস্কৃতিরা জড়িত রয়েছে। তিনি অভিযোগের তীর মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা মনোজ কান্তি দেবের দিকে ছুড়ে বলেন, তাঁর নির্দেশেই কমলপুর ও মানিকভান্ডারে এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে। গৌতম দাস আরও জানিয়েছেন, জিরানীয়াতেও সিপিএমের একটি পার্টি অফিসে আগুন দেয়া হয়। প্রতিটি ঘটনারই সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির একটি পণ্য রফতানিকারক সংস্থা বাংলাদেশে গম রফতানি করছে। তারা আগে অন্য চেকপোস্ট দিয়ে এই কাজটি করেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে ট্রেনে করে গম আনা হয় ত্রিপুরায় আজ প্রথম দিনে ৩০ টি ট্রাক গিয়েছে। এখন এখান দিয়ে কম খরচে রফতানি করা যাবে জেনে এই চেকপোস্ট ব্যবহার করছেন।

উল্লেখ্য, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট থেকে ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশের বড় বড় শহর গুলি রয়েছে। ফলে খুব সহজেই পণ্য গুলি অল্প সময়ে পণ্য গুলি পাঠানো যাবে। এই স্থলবন্দরটি ভৌগলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই চেকপোস্ট দিয়ে বর্তমানে মোট ৪০ রকমের পণ্য রফতানি করা যাচ্ছে। দেবাশীষ নন্দী আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে এই চেকপোস্ট দিয়ে আরও পণ্য রফতানি করা যাবে। এতে বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন দেবাশীষবাবু।

বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের মোবাইল ফোনে বাধ্যতামূলক ভাবে ইনস্টল করা হবে। এর ফলে তারা দেশের যে কোনো জায়গা থেকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আইনি সাহায্যের আবেদন জমা দিতে পারবেন।

দেশের প্রধান বিচারপতি যোগ করেন, "সিওভিআইডি মহামারী সত্ত্বেও, আমরা সফলভাবে আমাদের আইনি সহায়তা পরিষেবা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এই ধরনের প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম প্রবর্তন নিশ্চিত করেছে যে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনও চ্যালেঞ্জ আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে বাধা সৃষ্টি করবে না," তিনি আরও বলেন।

হুমকি

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার করেছে। অথচ, থানার বাইরে কয়েকশ বিজেপি জড়ো হয়েছেন, তাতে কোভিড বিধি লঙ্ঘন হচ্ছে না। তিনি ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনে বলেন, ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ফেরাতে তৃণমূল সর্ব শক্তি দিয়ে লড়বে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরা ভারতবর্ষ থেকে আলাদা নয়। তাই, আইন সবার জন্য প্রযুজ্য। তাঁর হুশিয়ারী, ত্রিপুরা বিজেপির পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। তাই, দ্বিচারিতা মেনে নেবে না তৃণমূল।

তাঁর দাবি, বিপ্লব দেবের শেষের শুরু হয়ে গেছে। কারণ, বিজেপিকে কিভাবে হারাতে হয় তৃণমূল তা ভালই জানে। তিনি বলেন, আক্রান্তদের পুলিশ গ্রেফতার করছে এবং আক্রমণকারীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি জানান, পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, আইনজীবীদের গাড়ি ভাংচুর হচ্ছে। তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিকের গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশকে দায়ী করে লাভ নেই, কারণ তাঁরা সরকারের নির্দেশে কাজ করছে। তবে, তৃণমূলকে যত আক্রমণ করা হবে, লড়াই ততই তেজি হবে। এদিকে, খোয়াইয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলো পতাকা দেখানো হয় এবং গো ব্যাক স্লোগানও উঠেছে।

প্রদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

জানান আগামী দিনে গ্রেটার তিপ্ররাল্যান্ডের জন্য তিপ্রা মথা'কে সমর্থন করবে। এবং গ্রেটার তিপ্ররাল্যান্ডের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবে রাজ্যে। গণতান্ত্রিকভাবে তিপ্রাসা লড়াই করবে।

রবিবার দুপুরে রাজ অন্দরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান উপেন্দ্র দেববর্মা। টি এস এফ -এর রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি জানান, আগামী দিনে তিপরা পার্টির সঙ্গে এক সাথে গ্রেটার তিপ্ররাল্যান্ডের জন্য আন্দোলন করবে বলে জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি শুরু হয়েছে রাজ্যে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এ ধরনের অশান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এতে রাজ্যে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করার পেছনে কাদের মদত রয়েছে তা ভালো করেই জানে রাজ্যবাসী। কিন্তু এ ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব পড়বে। ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা কোভিডের জন্য খারাপ। পরিস্থিতিই এ ধরনের সৃষ্টি করার ফলে আরো সংকটময় পরিস্থিতি হবে রাজ্যে। তাই সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানান তিনি।

নেতৃত্বরা

● প্রথম পাতার পর

কোন প্রতিনিধি এসে কথা বলার সৌজন্যতাও বোধ করেননি। তাতে সাংবাদিকরা হয়রানির শিকার হয়েছে। তৃণমূলের নেতাদ্রেদের এই ধণনের ভূমিকার নিন্দা জানিয়েছেন উপস্থিত সাংবাদিকরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে ত্রিপুরা গোটা দেশে মার্গদর্শন করছে। আজ জিরানীয়া আর ডি ব্লক, কৃষি মহকুমা ও এস এল বি সি-র উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ কৃষি ঋণ শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষকদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন না করে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। অন্নদাতাদের সার্বিক কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকগণ।

কৃষকদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা, বীমার মাধ্যমে ফসলের সুরক্ষা, ফসলের ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিশ্চয়তা, সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় ও কিষাণ রেলের সহায়তায় উৎপাদিত ফসল স্বল্প খরচে বহির্রাজ্যের বাজারে বিক্রির সুযোগ পাওয়ার ফলে রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক মান উন্নত হচ্ছে। বেড়েছে কৃষকদের মাথাপিছু গড় আয়। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে রোজগার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। আত্মনির্ভর পরিবার গড়ার লক্ষ্যেও বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যেন কোনওভাবেই বিতে না হন সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষ্যে সমস্ত অংশের নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করছে সরকার। কেন্দ্রীয় ব'নার অজহাত না তুলে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের ফলে ত্রিপুরা উন্নয়নের নিরিখে গোটা দেশে আজ নজির তৈরি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজ্যে কোভিড অতিমারী মোকাবিলায় বড়মাত্রায় টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে অনাহারে রাজ্যে একজন ব্যক্তিরও প্রাণহানি হয়নি। প্রয়োজন রয়েছে এমন পরিবারের জন্য রেশন সামগ্রী, নভেম্বর মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ৫ কেজি করে চাল প্রদান ও অন্যান্য প্রকল্পের সহায়তায় কোভিড অতিমারীর মধ্যে কারোরই অন্নের অভাব হয়নি। গোটা দেশে প্রধানমন্ত্রী যে কোভিড টিকাকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। জিরানীয়া মহকুমার প্রায় ৯৭ শতাংশ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এরজন্য এই অঞ্চলের সচেতন নাগরিকদের ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিগত দিনে একটা অংশ থেকে ত্রিপুরাকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য গোটা দেশে পরিচিতি পাচ্ছে ত্রিপুরা। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের উন্নত শিক্ষার কথা বিবেচনা করে সি বি এস ই বিদ্যালয় সহ মাত্র তিনমাসের মধ্যে এন সি ই আর টি পাঠক্রম চালু করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, অ্যানুয়েল ক্রেডিট প্ল্যান ৭২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, এম এস এম ই সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয়েছে ৬৬ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমায় বৃদ্ধি হয়েছে ৫২ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি যোজনায় বৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ শতাংশ, অটল পেনশন যোজনায় বৃদ্ধি হয়েছে ৩১৩ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় বৃদ্ধি হয়েছে ৯৬.৬৯ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় বৃদ্ধি হয়েছে ১১০৯ শতাংশ। এক্ষেত্রে দাবি ও নিপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে ২৫ শতাংশ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের হাতে ক'ষি যন্ত্রপাতি, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, মাছের পোনা, শূকর ছানা সহ অন্যান্য সহায়তা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে ক'ষক থেকে শুরু করে সমস্ত অংশের নাগরিকদের সার্বিক বিকাশে নিরন্তর কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। কোভিড অতিমারীকে সামনে রেখে একটা সময়ে যখন গোটা দেশে মানব জীবন প্রায় স্তব্ধ ঠিক সেই সময়ে ক'ষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। ক'ষি ঋণের এই বিশেষ শিবিরে সহায়তায় রাজ্যের ক'ষকরা লাভবান হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত কৃষকগণ। তারজন্য ক'ষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সরকারের গুরুত্বের জায়গা। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সহ কৃষকদের কল্যাণে সমস্ত প্রকল্পের সহায়তায় আরও দ্রত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া বলেন, পা'াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও কানাড়া ব্যাঙ্ক এই চারটি ব্যাঙ্কের সহায়তায় এই বিশেষ ক'ষি ঋণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত রাজ্যব্যাপী ৭০টি গ্রাম প'ায়েত ও ভিসিতে একযোগে এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য মৎস্যপালন, পশুপালন ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে দ্রত বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, ফসল বীমা যোজনা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কৃষক কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন রাজ্যের কৃষকরা। কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী ফসল সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। কৃষকদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের ১০০ শতাংশ সুফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর।

অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, কোভিড অতিমারীর সমস্ত নিয়মবিধি মেনে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনকল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে রাজ্য সরকার। স্বনির্ভর পরিবারের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য পালন, পশু পালন ও কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এই শিবির বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস এল বি সির কনভেনার (ডিজিএম পি এন বি) আনন্ত কুমার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথে শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের মধ্যে বসে না থেকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভিসি এলাকা পর্যন্ত ক'ষি ও অন্যান্য জীবিকা নির্ভর কাজে সহায়তার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, মৎস্য ও পশুপালন দপ্তরের সচিব দীপা নায়ার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব বিশাল কুমার, জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন প্রমুখ।

জীতেন্দ্র চৌধুরীর

● প্রথম পাতার পর

তাদের বক্তব্য শোনা হয়েছে। বহু পরিবার ঘটনার এত দিন হয়ে গেলেও সরকারি ভাবে কোনো রকম সহযোগিতা পায়নি। এই অবস্থায় এখনো ৬-৭ টি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা নেই। সরকার এই অসহায় পরিবারগুলি পাশে দাঁড়ানোর কোন প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিচ্ছে না। তাই সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে সরকার যাতে দাম ছড়ায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রশাসনিকভাবে আলোচনা করে শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনে। নয়তো পুনরায় এ ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। পাশাপাশি সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে যাদের এখনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি তাদের যাতে অবিলম্বে খাস জমি দেওয়া হয়। এবং জমি দেওয়ার পূর্বে যাতে প্রশাসনিকভাবে আলোচনা করা হয়।

আর যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়ে গেছে তাদের যাতে আর্থিকভাবে সহযোগিতার জন্য জব কার্ড দেওয়া হয় তার দাবী জানানো হচ্ছে সরকারের কাছে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন সেদিন যদি দাম ছড়ার স্থানীয়রা এগিয়ে না আসতে তাহলে ঘটনাটি আরো বড় আকার ধারণ করতো। তাই সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি কমলপুর মহকুমা শুক্রবার এবং শনিবার সন্ত্রাসের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন শুক্রবার দলের প্রবীণ নেতৃত্ব রঞ্জিত ঘোষকে মারধর করা হয়েছে। শনিবার কমলপুর মানিক ভান্ডার দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে দেওয়া হয়েছে। শাসক দলের এই ধরনের ঘটনায় তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা।

নীরজকে ১ কোটি, রুপো জয়ীদের ৫০ ও ব্রোঞ্জ জয়ীদের ২৫ লাখ দেবে বিসিসিআই

মুম্বই, ৮ আগস্ট (হি.স.) : অলিম্পিক্সের সফল ক্রীড়াবিদদের সাফল্যকে সম্মান জানাতে পুরস্কারমূল্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অলিম্পিক্সে ভারতকে সোনা এনে দেওয়া নীরজ চোপড়াকে ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এবারের টোকিওতে ভারতের দুই রুপোজয়ী অ্যাথলিট মীরাবাঈ চানু ও রবি কুমার দাহিয়াকে দেওয়া হবে ৫০ লক্ষ করে আর্থিক পুরস্কার। পাশাপাশি পিভি সিন্ধু, লভলিনা বরগোহাঁই ও বজরং পুনিয়ার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে ভারতীয় পুরুষ হকি দলকে দেওয়া হবে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শা ট্যুইট করে যে খবর জানিয়েছেন। পাশাপাশি যে ট্যুইটে তিনি ট্যাগ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

ইতিমধ্যে ঘরের ছেলের জগৎজোড়া নজিরকে স্মরণীয় করে রাখতে নীরজ চোপড়ার জন্য ৬ কোটি টাকা পুরস্কার মূল্যের ঘোষণা করেছে হরিয়ানা সরকার। পাশাপাশি ভারতীয় সেনায় সুবেদার পদে কর্মরত নীরজের জন্য সরকারি চাকরির ঘোষণাও করা হয়েছে হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে। রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ী বিভিন্ন অ্যাথলিটদের দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে দেশ তথা তাদের রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করার জন্য তাদের রাজ্যের তরফেও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর্থিক পুরস্কারের আশ্বাস।

তবে যেভাবে প্রথম অলিম্পিক্সে নেমেই জ্যাভলিনের ফাইনালের মঞ্চে ৮৭.৫৮ মিটার ছুড়ে ভারতের জন্য ঐতিহাসিক সোনা জিতেছেন নীরজ। পাশাপাশি বাকি অ্যাথলিটরাও যেভাবে বিশ্বের সর্বোচ্চ মঞ্চে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন, তাতে গর্বিত গোটা দেশ।

নীরজ চোপড়াকে গাড়ি উপহার দেবেন শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : বছর বছর ধরে অলিম্পিক্সে বহু ভারতীয় ক্রীড়াবিদ ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু কেউ এখনও সাফল্যের মুখ দেখেননি। অলিম্পিক্সের ১২৫ বছরের ইতিহাসে কোনও ভারতীয় ক্রীড়াবিদ ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে পদক আনতে পারেননি। সেই চিত্রটাই বদলে দিলেন নীরজ চোপড়া। জ্যাভলিনে তাঁর হাত ধরে প্রথম সোনা এল দেশে। সেই সোনার ছেলেকে এমন অসাধারণ কৃতিত্বের উপহার হিসেবে একটি এসইউভি ৭০০ গাড়ি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা। ভারতীয় গাড়ি নির্মাণকর্তার সংস্থার এসইউভি লাইনে এই গাড়িটি সর্বোত্তম মডেল যা বাজারে শীঘ্রই আসতে চলেছে। আনন্দ মাহিন্দ্রা শনিবারই নীরজের সোনা জেতার পর ট্যুইট করেছিলেন, ''আমরা সবাই তোমার দলে রয়েছি, বাহুবলী''। সঙ্গে প্রভাসের বাহুবলীর ছবির সঙ্গে নীরজের ছবি কোলাজ করে পোস্ট করেছিলেন তিনি।

সোনা জেতার পর নীরজ চোপড়া মিলখা সিংকে সোনা উতসর্গ করার পাশাপাশি নীরজ জানিয়েছেন, বেঁচে থাকলে তিনি মিলখার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করে সোনার পদক দেখিয়ে আসতেন। শুধু মিলখাই নয়, পি টি ঊষা-সহ অন্যান্য যে সব অ্যাথলেটিক্সের ক্রীড়াবিদ অল্পের জন্য সোনা পাননি তাঁদেরও এই পদক উতসর্গ করেছেন নীরজ।

টোকিও অলিম্পিকের সমাপ্তি ঘোষণা

টোকিও, ৮ আগস্ট।। করোনা মহামারির মধ্যেই আয়োজিত হয়েছিল টোকিও অলিম্পিক। গত বছর স্থগিত হয়ে যাওয়া আসরটি অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েই আয়োজন করা হয়েছিল। অবশেষে ইতিহাসের সবচেয়ে 'চ্যালেঞ্জিং' অলিম্পিকের পর্দা নামল।

রবিবার টোকিও অলিম্পিকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রধান থমাস বাখ।

এদিন টোকিওর স্থানীয় সময় রাত আটটায় শুরু হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। কোভিড পরিস্থিতির কারণে গেম শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাথলেটদের ভেন্যু ছাড়ার নির্দেশনা থাকায় তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক অ্যাথলেট অংশ নিতে পেরেছে সমাপনী অনুষ্ঠানে।

উদ্বোধনীর সময় প্রজ্বলন করা মশাল নিভিয়ে আজ ইতি টানা হয় টোকিও অলিম্পিকের। অলিম্পিকের এই মশাল ফের প্রজ্বলিত হবে পরবর্তী ভেন্যু প্যারিসে।

টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধনীতে মশাল জ্বেলেছিলেন প্রথম জাপানি হিসেবে টেনিসের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা তারকা নাওমি ওসাকা। উদ্বোধন করেছিলেন জাপানের সম্রাট নারুহিতো।

জাপানের ৬৮হাজার আসনের দর্শকশূন্য অলিম্পিক স্টেডিয়ামে গেমসের সমাপ্তি ঘোষণার সময় করোনা মহামারি চলাকালে এই গেমস আয়োজনকে 'অভূতপূর্ব' বলে উল্লেখ করেন থমাস বাখ।

বলেন, 'এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা দুর্বিষহ সময় পার করছি। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান একটি বিষয় উপহার দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে-আশা। আজ আমি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং আসর ৩২তম অলিম্পিয়াড টোকিও অলিম্পিকের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।'

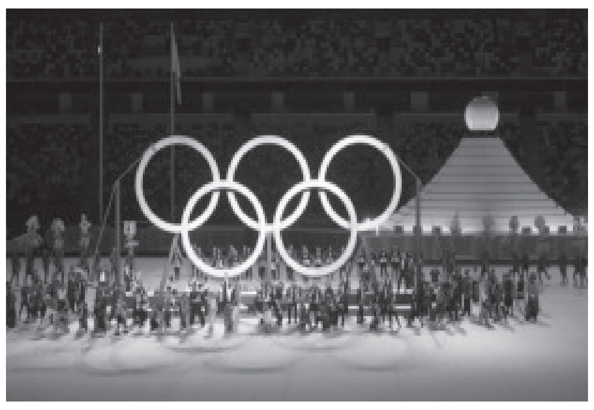

সমাপনী অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক অ্যাথলেট, কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ফ্রান্সের রাজধানীতে প্যারিসের মেয়র অ্যানে হিদালগোর কাছে ২০২৪ অলিম্পিকের পতাকা হস্তান্তরের দৃশ্য সরাসরি প্রদর্শন করা হয়।

সমাপনী দিনের সেরা ইভেন্ট ছিল পুরুষদের ম্যারাথন। সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন কেনিয়ার এলিউড কিপচোজে। রিও অলিম্পিকের কাছাকাছি সময় নিয়ে টোকিওর স্বর্ণ নিজের করে নেন এই দৌড়বিদ।

পদক তালিকায় চীনকে পেছনে ফেলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ শেষ দিনে ভলিবল, ট্র্যাক সাইক্লিং ও বাস্কেটবল ইভেন্টের স্বর্ণ পদক জয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ৩৯টি স্বর্ণ পদক জয় করে মার্কিনরা। এটি চীনের চেয়ে একটি স্বর্ণ পদক বেশি।

নানান প্রতিকূলতার মধ্যে অলিম্পিক আয়োজন করতে হয়েছে জাপানকে। দেশটির জনগণও শুরুতে এই গেমস আয়োজনে সায় দেয়নি। তারপরও তারা রেকর্ড সংখ্যক ২৭টি স্বর্ণ পদক জয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। জায়গা করে নিয়েছে পদক তালিকার তৃতীয় স্থানে।

জয় দিয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের মৌসুম শুরু করল পিএসজি

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। জয় দিয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের মৌসুম শুরু করল প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। পিছিয়ে পড়েও লিগে উঠে আসা নতুন দল ট্রয়েসের বিপক্ষে ২-১ গোলের ঘাম ঝরানো জয় পেয়েছে মাউরিসিও পচেত্তিনোর শিষ্যরা।

এই ম্যাচে ছিলেন না নেইমার, আনহেল দি মারিয়া, সার্জিও রামোস, গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মারা। সেই সুযোগে শুরুতে ট্রয়েসও তাদের ঘরের মাঠে চেপে বসে পিএসজির ওপর। ৯ম মিনিটে ওয়ালিদ এল হাজ্জামের হেডে এগিয়ে যায় তারা।

তবে ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ট্রয়েস। ১৯তম মিনিটে আন্দের হেরেরার পাস থেকে পিএসজিকে সমতায় ফেরান লিগে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা আশরাফ হাকিমি। চলতি মৌসুমে ইন্টার মিলান থেকে পার্ক দে প্রিন্সেসে এসেছেন এই মরোক্কায়ান ডিফেন্ডার। এর দুই মিনিট পরেই এগিয়ে যায় পচেত্তিনোর দল।

বৃষ্টিতে ভাসল শেষ দিন ইংল্যান্ড-ভারত প্রথম টেস্ট ড্র

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্টের শেষ দিনে রোমাঞ্চের আভাস ছিল। কিন্তু তাতে জল ঢেলে দিল বৃষ্টি। একটা বলও এদিন মাঠে গড়াতে পারল না। ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট তাই ড্র হলো।

রবিবার যে কোনো ফলই হতে পারত ম্যাচটিতে। ২০৯ রানের লক্ষ্যে ভারত চতুর্থ দিন শেষ করেছিল ১ উইকেটে ৫২ রান। জয়ের জন্য আরো ১৫৭ রান প্রয়োজন ছিল অতিথিদের। ইংলিশদের প্রয়োজন ছিল ৯ উইকেট।

তাই যে কোনো দলই জিততে পারত। আবার আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃষ্টির শঙ্কা থাকায় ড্রয়েরও আভাস ছিল। শেষ পর্যন্ত

শেষটাই ঘটল। যা আসলে চাননি কোনো দর্শক।

ম্যাচের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। আর এদিন সকাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

টস জিতে ব্যাট করতে নামা ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ১৮৩ রান তুলেছিল। বিপরীতে ভারত ২৭৮ রান করে। পরে জো রুটের সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০৩ রান করেছিল। ম্যাচসেরা হয়েছেন জো রুট। লর্ডসে বৃহস্পতিবার শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

বার্সেলোনা ছাড়লেন মেসি বিদায় বেলায় চোখে জল

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। বার্সেলোনা জানিয়েছিল, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও লিওনেল মেসিকে ধরে রাখতে পারছে না তারা। মেসিও স্বীকার করে নিলেন, ইচ্ছের বিরুদ্ধেই শৈশবের ক্লাব ছেড়ে যাচ্ছেন তিনি।

রবিবার ন্যু ক্যাম্পে বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টাইন তারকার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরল। কান্নাভেজা কণ্ঠেই মেসি বললেন, এমন মুহূর্ত কখনোই আশা করেননি তিনি।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মেসি বলেন, 'এটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন এক পরিস্থিতি, এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। গত বছর আমি দল ছাড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু এই বছর আমি, আমার পরিবার সকলেই চেয়েছিলাম যাতে এখানেই আমি খেলা চালিয়ে যাই। এটাই আমার বাড়ি।'

বার্সেলোনা দলের সকল সতীর্থদের সঙ্গে তার এই ঐতিহাসিক যাত্রায় তাকে সাহায্য করা সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। করোনার কারণে সমর্থকদের সেভাবে বিদায় জানাতে পারছেন না বলেও আক্ষেপ ঝরেছে তার কণ্ঠে।

মেসি বলেন, 'আজ আমি বিদায় জানাচ্ছি। ১৩ বছর বয়সে আমি এখানে এসেছিলাম এবং আজ ২১ বছর বাদে আমার স্ত্রী এবং তিন কাতালান-আর্জেন্টান সন্তানের সঙ্গে আমি দল ছাড়ছি। আমার

কোনো সন্দেহ নেই যে কিছু বছর দূরে থাকার পর আবার আমি এখানেই ফিরব, কারণ আমি আমার সন্তানদের কথা দিয়েছি।'

আরো বলেন, 'অনেক সুন্দর মুহূর্তের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। বাজে মুহূর্তও ছিল। এগুলোই আমাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। প্রথম যেদিন এখানে এসেছিলাম, সেই দিন থেকে শেষ পর্যন্ত আমি এই ক্লাব এবং এই জার্সির জন্য সবটুকু নিংড়ে দিয়েছি। কখনো ভাবিনি আমাকে এভাবে বিদায় বলতে হবে। মাঠ থেকে সবাইকে বিদায় বলতে পারলে ভালো লাগত।'

কমিউনিটি শিল্ড জিতেছে ব্রেন্ডন রজার্সের শিষ্যরা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। শিরোপা জয় দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করল লেস্টার সিটি। লন্ডনের ওয়েম্বলিতে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে কমিউনিটি শিল্ড জিতেছে ব্রেন্ডন রজার্সের শিষ্যরা।

গত মৌসুমের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ জয়ীর মধ্যে মৌসুমের শুরুতে এক ম্যাচের এই শিরোপা লড়াই হয়। শনিবার রাতের সেই লড়াইয়ে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটিকে শেষ মুহূর্তের গোলে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতল লেস্টার।

৮৯তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন কেলেচি ইহেনাচো। ডি-বক্সের ভেতর তাকে নাথান আকে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। এই একমাত্র গোলে শিরোপা এনে দেয়ে লেস্টারকে। ৫০ বছর পর এবারই প্রথম কমিউনিটি শিল্ড জিতল গত মৌসুমের এফএ কাপ চ্যাম্পিয়নরা।

জার্মান ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট।। হ্যাটট্রিক দিয়ে জার্মান ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু করলেন আর্লিং ব্রট হালান্দ। মাত্র ২৫ মিনিটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের জালে তিন গোল দিয়ে দলকে জয় এনে দিলেন ২১ বছর বয়সী স্ট্রাইকার।

হালান্দ নৈপুণ্যে জার্মান কাপের প্রথম রাউন্ডে তৃতীয় সারির দল ভেহেন ভেসবাডেনের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। ম্যাচের ২৬তম মিনিটে নিজের প্রথম গোল করেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। তার পরের গোলটি আসে ৩১তম মিনিটে, পেনাল্টি থেকে। ৫১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন হালান্দ।

গত মৌসুমেও গোলের ধারায় ছিলেন তিনি। ক্যারিয়ারে হ্যাটট্রিক করতেই যেন বেশি আনন্দ পান হালান্দ। বুন্দেসলিগার গত মৌসুমে ২৭ গোল করেছিলেন নরওয়েজিয়ান তারকা। তাকে দলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিল ইউরোপের বেশ কয়েকটি ধনী ক্লাব। তার মধ্যে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী চেলসিও।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রাজ্যকে অশান্ত করাই তৃণমূলিদের লক্ষ্য, সব হামলাই সাজানো, দেবাংশুর কথাবার্তায় খুলেছে মুখোশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরায় তৃণমূল কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সাজানো ছিল, অন্তত দেবাংশু ভট্টাচার্যর কথায় তা-ই মনে হচ্ছে। আজ রবিবার কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে পুলিশ দেবাংশু সহ ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে। শুধু তা-ই নয়, গতকাল তৃণমূলের যুবনেত্রী জয়া দত্ত জনৈক বিজেপি কর্মীর বাইক লাঠি দিয়ে ভেঙে চুরমার করার ঘটনায় স্পষ্ট, ত্রিপুরায় অশান্তি সৃষ্টি করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ আজ হাসপাতালে দেবাংশুর দাবি, গতকাল আক্রান্ত সুদীপ রাহা এখন পর্যন্ত চিকিৎসা পায়নি। অথচ, গতকাল ফেসবুক লাইভে সুদীপ সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় সরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নেবেন না। তাছাড়া, মাথায় আঘাত লাগা সত্ত্বেও ক্যামেরার সামনে সুদীপবাবু যেভাবে সিআরপিএফ জওয়ান এবং পুলিশের দিকে তেড়ে গিয়েছেন, তাতে মনে হয়নি তিনি গুরুতর আহত। এ-বিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যর কটাক্ষ, হামলার রাজনীতিতে বিশ্বাসী সিপিএমের দোসর ত্রিপুরায় অশান্তির জন্য যাবতীয় ষড়যন্ত্র করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

গতকাল ধলাই জেলার আমবাসা বেতবাগান এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের গাড়িতে হামলা হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। গাড়ির কাচ ভেঙে ইটের টুকরোয় যুব তৃণমূল নেতা সুদীপ রাহার মাথা ফেটেছে বলে দেবাংশু ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছিলেন। অথচ কাল তৃণমূল কর্মী সহ পুলিশ একাধিকবার সুদীপকে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসা নেবেন না বলে সাফ জানান। দেবাংশুর ফেসবুক লাইভ চলাকালীন সুদীপ সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় সরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নেবেন না। অথচ কেন চিকিৎসা নেবেন না তার কারণ ব্যাখ্যা করেননি তিনি। উল্টে তাঁকে একাধিকবার মারমুখী হতে দেখা গিয়েছে। তিনি ক্যামেরার সামনেই উত্তেজিত হয়ে সিআরপিএফ এবং পুলিশ কর্মীদের দিকে তেড়ে গিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, গালিগালাজও করেছেন। নিরাপত্তা রক্ষীরা সেখানে প্রচণ্ড ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, তিনি পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের নানাভাবে উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে চাইছিলেন, তাঁদের ফেসবুক লাইভের ভিডিও দেখে এমনটাই মনে হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, দুষ্কৃতকারীদের হামলায় যুব তৃণমূল নেত্রী জয়া দত্ত আহত হয়েছেন। অথচ, তাঁরা গতকাল এতটাই মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছে। গতকাল যুব তৃণমূল নেত্রী জয়া দত্তের হিংস্রতা প্রকাশ্যে ধরা পড়েছে। কারণ, তিনি জনৈক বিজেপি কর্মীর বাইক লাঠি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তৃণমূল কর্মীদের রোষের মুখে পড়ে ওই বিজেপি কর্মী রাস্তায় বাইক ফেলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু তার বাইক রক্ষা পায়নি। জয়া দত্তের বাইক ভাংচুরের ভিডিও ভাইরাল হতেই ত্রিপুরা জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এদিকে, আজ সকালে খোয়াই জেলা হাসপাতালে দেবাংশু সহ ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতারের পর শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেছে পুলিশ। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবাংশু বলেন, কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে আমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আমাদের মধ্যে সুদীপ রাহা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছে। কিন্তু গতকাল দুপুর আড়াইটায় তাঁর মাথা ফাটলেও এখন পর্যন্ত তাকে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ, সুদীপের শরীরে কোথাও মাথা ফাটার ফলে রক্তের ছাপ চোখে পড়েনি। এমন-কি গতকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার বিজেপির আট নং বড়দোয়লী মন্ডলের কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরার সাথে কবিগুরুর আত্মিক সম্পর্ক ও তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদর্শিত পথকে প্রত্যেকের জীবনে রপ্ত করতে পারলেই কবিগুরুর প্রতি প্রক'ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। ত্রিপুরার মাটির সঙ্গে কবিগুরুর আত্মিক সম্পর্ককে মরণ করে তাঁর পাণ্ডিত্য, কর্মনিষ্ঠা, সঙ্গীত, সাংস্ক'তিক সমৃদ্ধতাকে যত বেশি এই সমাজ ব্যবস্থায় লাগু করা যাবে জাতি জনজাতির এই মিলনস্থল আরও সমৃদ্ধ হবে। আজ তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা'লি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার সাথে কবিগুরুর আত্মিক সম্পর্ক ও তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি রাজ্যের কলা এবং সাংস্ক'তিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কোনও রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর সাথে জরুরি ভারতীয় সংস্ক'তির বিকাশ। আমাদের সাংস্ক'তিক চর্চা প্রত্যেককে একসূত্রে বেঁধে রাখে। এই একতাই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে আরও গতি স'ার করে। বিগত দিনে রাজ্যে একটি অন্য বিচারধারাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হতো। সরকার রাজ্যে সাংস্ক'তিক চর্চার বিকাশে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে রাজ্যে অন্য একটি বিচারধারাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিলো। ফলে কবিগুরুর মতো ব্যক্তিত্বদের জীবনী অবলম্বনে প্রকাশিত চটি বইয়ের উপলব্ধতা রাজ্যে হ্রাস পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা করার ফলে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়েছিলো। সেই সময়ে তাদের হাতে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী ও তাদের সাহিত্য অবলম্বনে বিভিন্ন বই তাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস নেয় সরকার। সেই সময়েই দেখা যায় রাজ্যের বাজারে ভারতীয় সভ্যতা সংস্ক'তি এবং মনীষীদের জীবনী অবলম্বনে বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সভ্যতা সংস্ৃতির সাথে যোগাযোগ নেই এমন বিশেষ কিছু বই রাজ্যের পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের চিন্তন এবং ভাবনার বিকাশ জনমানসে প্রতিফলিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের বইয়ের রাজ্যে অপ্রতুলতার পেছনে কি কারণ রয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার সাংস্ক'তিক চর্চার বিকাশ ও প্রসারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমান ই-বুক এবং ডটকমের যুগেও বইয়ের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার সুযোগ নেই। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সংস্ক'তিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতেও অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দও। যুবকদের শারীরিক সুস্থতার লক্ষ্যে ফুটবল খেলার প্রতি তিনি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন সন্ন্যাসী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয়রা সর্বধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। ক্ষমা সুন্দর উদার মানসিকতা ভারতীয় সংস্ক'তির পরিচয়। ভারতীয় এই সংস্ক'তিকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে নিজের সাংস্ক'তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একটি সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সাংস্ক'তিক চর্চার। এক্ষেত্রে উন্নয়নের শিখরে ত্রিপুরাকে নিয়ে যেতে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগ থাকার পেছনে বিশেষ ভূমিকা ছিলো রাজাদের। বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কবিগুরুকে 'ভারত ভাস্কর' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, আয়তনের দিক দিয়ে ত্রিপুরা ছো- হতে পারে। কিন্তু সংস্ক'তি ও সাহিত্য চর্চায় ত্রিপুরার ব্যাপ্তি অনেক। সাংস্ক'তিক চর্চা ও সাহিত্যের বিকাশে ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন আন্তরিক। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা সহ বিভিন্ন বি'নী ও সাহিত্যিকদের চর্চায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ত্রিপুরার রাজারা। ত্রিপুরা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুটের মতো বিভিন্ন সৃষ্টি রাজ্যে সাংস্ক'তিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, ত্রিপুরা স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণোদয় সাহা, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কমল বরণ চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ।

বিজেপির রাইমাভ্যালী মন্ডলের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ আগস্ট।।ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালি মন্ডলের উদ্যোগে রবিবার এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাইমাভ্যালি মন্ডল কার্যালয়ে বুথ সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক এবং সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, এসসি মোর্চা ধলাই জেলা সভাপতি দীপ দাস, রাইমাভ্যালি মন্ডলের কোষাদক্ষ তপন চৌধুরী, যুব মোর্চা রাইমাভ্যালি মন্ডল সভাপতি সজল মল্লিক, কিষান মোর্চা মন্ডল সভাপতি দরবাসা চাকমা, ওবিসি মোর্চা মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার প্রমুখ। এদিনের সভায় সাংগঠনিক ভাবে বুথের শক্তি বাড়ানো লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়।

কমলপুরে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। কমলপুরের প্রত্যন্ত ভিলেজ কাউন্সিল শ্যামরাই ছড়ায় মহকুমা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির করা হয় । মহকুমা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর আয়োজিত ঐ শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অভিজিৎ চক্রবর্তী, এস ডি এম ও ডাক্তার অঞ্জন দাস, ডাক্তার সুভাশিষ দে সহ অন্যান্যরা। স্বাগত ভাষণ দেন এস ডি এম অভিজিৎ চক্রবর্তী।

বিপদেই বন্ধুর পরিচয় মিলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ আগস্ট।। বিপদেই বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদের সময়ে বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। এই প্রবাদকে আবারো সত্যি প্রমাণ করলো বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তারা। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ৩১ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হোলাখেত এলাকার হত দরিদ্র পরিবারের সদস্য মিঠুন চক্রবর্তীর স্ত্রী কনিকা চক্রবর্তী সন্তান সম্ভবা হওয়ায় আগরতলা জি বি হাসপাতালে ভর্তি। আগরতলা যাওয়া আসা সহ হাসপাতালের ঔষধ সহ বিভিন্ন খরচ চালানো মিঠুনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকার বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তাদের নিকট মিঠুন সাহায্যের আর্জি জানায়। যেহেতু মিঠুনের স্ত্রী আগরতলা জি বি হাসপাতালে ভর্তি, তাই মাতাবাড়ি বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তারা বিষয়টি আগরতলা বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেন। আগরতলা বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তারা আগরতলা জি বি হাসপাতালে মিঠুন চক্রবর্তী মিঠুনের হাতে সাধ্য মত আর্থিক সহায়তা করেন ।এই সাহায্য পেয়ে উদয়পুর ৩১মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হোলাখেত নিবাসী মিঠুন চক্রবর্তী তার এই বিপদে বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তা এগিয়ে আসায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । এই বিপদের সময়ে আর্থিক সহায়তা পাওয়ায় বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ওবিসি মোর্চার চড়িলাম মন্ডলের কার্যকারীনি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রবিবার ওবিসি মোর্চার চড়িলাম মন্ডলের কার্যকারীনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের হলঘরে হয় এই বৈঠক। কার্যকারীনি বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন। তিনি বলেন স্বাধীন ভারতে ওবিসি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কথা কেউ ভাবেনি। এমনকি ত্রিপুরার বিগত সরকার গুলো ওবিসি সম্প্রদায়কে নিয়ে শুধু রাজনীতি করেছে। তাদের উন্নয়নে কোন কাজ করেনি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নে জোর দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। মেডিক্যাল প্যারেমেডিক্যাল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ২৭ জন ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রয়েছে। আমাদের রাজ্য থেকে নির্বাচিত সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ওবিসি সম্প্রদায়ের। আগামী দিনে সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নে আরও কাজ করবে বলে জানান তিনি। এছাড়া কার্যকারীনি বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন ওবিসি মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ, বিজেপির জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, সহ সভাপতি অমল দেবনাথ, ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি বরুণ কর্মকার, সভাপতিত্ব করেন মোর্চার মন্ডল সভাপতি যোগেন্দ্র দেবনাথ। বৈঠকে আগামী দিনের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থির করা হয়।

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু ৪৯১ জনের

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট (হি.স.) : দেশে ফের বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৭০ জন। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা এখনও ৫০০-র কাছেই রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৯১ জনের। বেশিরভাগ রাজ্যে সংক্রমণ কমলেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কেরল ও মহারাষ্ট্র। কেরলে আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজারের নীচে নামছে না।

দক্ষিণের এই রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার ৩৬৭। অন্য দিকে মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ৬১। দুই রাজ্য মিলিয়ে মোট দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪২৮, যা দেশের দৈনিক সংক্রমণের ৬৭.৬৪ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আজ ৮ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৫৫। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৬২ জনের। দেশে মোট কোভিড সংক্রমণের হার সামান্য কমে হয়েছে ৬.৬৫ শতাংশ। যদিও গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের হার বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড সংক্রমণের হার ২.২৭ শতাংশ।

আক্রান্তের তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সুস্থতার সংখ্যা বেশ কিছুটা বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৩ হাজার ৯১০ জন। এখনও পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭৭১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে। এই মুহূর্তে দেশে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬ হাজার ৮২২।

গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে মোট ১৭ লক্ষ ২২ হাজার ২২১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৮ কোটি ৩৯ হাজার ১৮৫ জনের।

নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে পেলেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ আগস্ট।। ঋষ্যমুখ ব্লকের ধনঞ্জয় নগর এডিসি ভিলেজের দেবতা মুড়া এলাকার বাসিন্দা মা কুশন্তি মগ। পুলিশ প্রশাসনের উপর ভরসা না রেখে, নিজের ছেলেকে নিজেই খুঁজে পেতে সক্ষম হল মা কুশন্তি মগ। নিজের হারানো সন্তান কে খুঁজে পাওয়ার জন্য একজন মায়ের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে ৬ দিনের মাথায় খুঁজে পেল নিখোঁজ ১৪ বছরের হেমন্তকে।

রবিবার দুপুরে সাবরুমের অটো স্ট্যান্ড থেকে হেমন্তকে খুঁজে পায় মা কুশন্তি মগ। সন্তানকে পেয়ে খুশি মা কুশন্তি। সাবরুম থেকে সন্তান হেমন্তকে সাথে নিয়ে কুশন্তি মগ রবিবার বিকেলে বিলোনিয়া থানাতে এসে পুলিশকে সন্তান পাওয়ার সংবাদ জানায়। পুলিশ তাদের থানার গাড়ি করে বাড়িতে দিয়ে আসে। গত শনিবার ২৫০ টাকা নিয়ে ধনঞ্জয় নগরে এডিসি ভিলেজের শ্যামলী বাজার এলাকার নিকট আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল হেমন্ত। সেখান থেকে গত মঙ্গলবার দিন হরিপুর বাজারে আসে তার মোবাইল ফোন রিচার্জ করতে কিন্তু সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে যায় নি। অবশেষে সন্তান হেমন্তকে খুঁজে পেয়ে খুশি মা কুশন্তি সহ ঠাকুর মা মিঠু মগ।

শান্তিরবাজার ও মুঙ্গিয়াকামীতে দুইজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ তেলিয়ামুড়া, ৮ আগস্ট।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ায় ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছেনিলো এক গৃহবধূ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বাইখোড়ার মগপাড়ার বাসিন্দা সাধন দেবনাথের মেয়ে শিপ্রা দেবনাথের (২২) সাথে গত আনুমানিক ৫ বছরআগে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধহয়ে বিবাহ হয়েছে পশ্চীম চড়কবাই এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর দেবনাথের (২৭)। বিয়ের পর ভালোভাবেই উদের সংসার চলছিলো বলে জানাযায়। পরিবারের লোকজনের মতামত ছারাই উদের বিয়ে হয়েছে বলে জানাযায়।

উদের তিন বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। শুভঙ্কর দেবনাথের স্ত্রী গত কিছুদিন আগে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখাদেয় বিপত্তি এমনটাই অভিযোগ। এই নিয়ে শুভঙ্কর দেবনাথ সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে জানায় উর সহধর্মীনি বাপের বাড়ীতে বেরাতেগিয়ে গত শুক্রবার ঘুমের টেবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাকরে। ঘটনার পরবর্তীসময় শিপ্রা দেবনাথকে পরিবারের লোকজনেরা চিকিৎসারজন্য বাইখোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। সেখানথেকে চিকিৎসারপর শনিবার শিপ্রা দেবনাথকে মগ পাড়ায় উর বাপের বাড়ীতে নিয়েগেলে শনিবার রাতে পুনরায় ঘুমের টেবলেট খেয়েফেলে শিপ্রা দেবনাথ এমনটাই অভিযোগ। পরবর্তী সময় শনিবার রাত্রিবেলায় শিপ্রা দেবনাথকে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েগেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিপ্রা দেবনাথকে মৃতবলে ঘোষনা করে। বাপের বাড়ীতে গিয়ে আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে থেকে যাচ্ছে প্রশ্নচিহ্ন। শিপ্রা দেবনাথের অকালপ্রয়ানে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমেএসেছে।

এদিকে, ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির ফাঁসিতে আত্নঘাতী। আত্নঘাতী সেই ব্যক্তির নাম ইন্দ্রজিৎ সিংহ রায় ।আত্নঘাতী ৪৬ বছর বয়সী সেই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারী আবাসন এর একটি পক্ষ থেকে। আত্নঘাতী ঘটনা ঘটে তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকার আবাসনে কমপ্লেক্সে। বাড়ি আগরতলার শিবনগর এলাকায়।

মুঙ্গীয়াকামী থানার পুলিশ খবর দিয়ে জানায় রবিবার সাতসকালে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোয়াটার কমপ্লেক্সে এক স্বাস্থ্যকর্মীর বড়ো ভাইয়ের মৃত দেহ উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত মৃত ব্যাক্তির নাম ইন্দ্রজিৎ সিংহ রায়(৪৬), বাড়ি আগরতলা বলে জানা যায়। বিগত কয়েকদিন পূর্বে তার ভাই তথা মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী প্রসেনজিৎ সিংহ রায়ের আবাসনে। পুলিশ জানায় সে মানসিকভাবে অস্বাভাবিক ছিল। শনিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে প্রতিদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। আজ সকালে তার ভাই দেখতে পায় তার ঝুলন্ত মৃতদেহ। খবর দেওয়া হয় মুরাকামি থানার পুলিশকে। মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ময়না তদন্তের পর ইন্দ্রজিৎ সিংহ রায়ের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করছে।

শান্তিরবাজারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।